www.facebook.com/alipur.barta.5
ইন্টারনেট সংস্করণ : http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৮ বর্ষ : ২৪ সংখ্যা : ২১ চৈত্র-২৭ চৈত্র ,১৪২০: ৫ এপ্রিল-১১ এপ্রিল, ২০১৪,Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.24, April 05-11 April, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩টাকা

বিজেপি'কে ওয়াক ওভার দিয়ে দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী

বারাণসীতে মোদির বিরুদ্ধে প্রিয়াঙ্কা

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

অনেকেই জানতে চাইছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কেন বিজেপি'কে প্রায় ওয়াক-ওভার দিয়ে দিল। তার আগে গুরুত্বপূর্ণ খবর

হলে, বারাণসীতে নরেন্দ্র মোদি'র বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন রাজীব-সোনিয়া তনয়া প্রিয়াঙ্কা বদরা। অত্যন্ত গোপনে কংগ্রেস এই বিষয়ে পদক্ষেপ ফেলছে। যদি শেষপর্যন্ত কোনও অঘটন না ঘটে, তাহলে খোদ গান্ধী পরিবারের মেয়ে প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদিকে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, সোনিয়া গান্ধী কেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'কে প্রায় ওয়াকওভার দিয়ে দিলেন। এ-প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, কেন একবছর আগেও রাহুল গান্ধীকে সামনের সারিতে আনা হল না। কারও কারও মতে শাশুড়ি এবং স্বামীকে হারানোর পর ছেলেকে তিনি চোখে চোখে রাখতে চেয়েছেন। সেই জন্যই নাকি রাহুলকে তিনি সামনের সারিতে আনতে চাইছিলেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, বিখ্যাত আদ্যন্ত সৎ অর্থনীতিবিদ, যিনি একসময় দেশের প্রায় ভেঙে পড়া রাজনীতিকে ব্যতিক্রমী মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই ড. মনেমোহন সিংকে কেন প্রশাসনিক তথা দেশের উন্নয়নের কাজে লাগানো হল না? গত পাঁচ বছরে সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস সংগঠনকে চাঙ্গা করতে কি পথ অবলম্বন করেছেন?

প্রশ্ন অনেক। কিন্তু উত্তর একটাই। সোনিয়া গান্ধী গত পাঁচ বছরে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। এর প্রতিটি বিষয়ে অনুসন্ধান করলে একটাই কারণ বেরিয়ে আসবে। তা হল, দুর্নীতি। কমনওয়েলথ গেমস, টুজি এবং কোল গেট কেলেঙ্কারি। সব জায়গাতেই কংগ্রেস যতই নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার চেষ্টা করুক, প্রতিটি ক্ষেত্রেই জানা ছিল দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধীর। বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-ও নাকি বিতর্কের উর্ধ্বে নন। কারণ, টুজি এবং কোলগেট কেলেঙ্কারির কালো দাগ তাঁর সাদা কাপড়ে কালির আঁচড় ছিটিয়ে দিয়েছে। টুজি, কমনওয়েলথ গেমস, কোলগেট, প্রতিটি কেলেঙ্কারির সঙ্গে হাজার হাজার কোটি টাকা জড়িয়ে আছে। একসময় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর নামও এই কালো টাকার তালিকায় আছে বলে শোনা যায়। সেই সুবাদে সঠিক বিচার করার জন্য তৈরি হয়, 'জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি'। টুজি কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত এ.রাজা রাজি হয়েছিলেন যৌথ সংসদীয় কমিটির মুখোমুখি হওয়ার।

এরপর তেরোর পাতায়

আগামী কাল সুচিত্রা সেনের ৮৩তম জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে যুগনায়িকার জীবনের নানা দিক নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য পৃষ্ঠা ৮ ও ৯।

জলীয় বাষ্প প্রবেশে সরকারি নিষেধাজ্ঞায় কালবৈশাখী বাতিল

শক্তিভূষণ সরকার

চৈত্রের অর্ধেক চলে গেল। এ সময় সূর্যদেব কর্কটক্রান্তি রেখার কাছাকাছি চলে আসার পথে ধেয়ে চলেছে। যতই সূর্যদেবের রথ কর্কটক্রান্তি রেখার দিকে আসবে ততই গরম বাড়বে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বাংলার মানুষ যাতে গরমে দগ্ধ না হন তার জন্য প্রকৃতি এ সময় কালবৈশাখীর ব্যবস্থা করেছিলেন। সারাদিনের গরমের পর সন্ধ্যায় এক

থরের বুকে সবুজের সমারোহ

ঝাঁক ঝড় বৃষ্টিতে বাংলার মানুষ স্বস্তি ফিরে পেত। গাছপালা রৌদ্রে দগ্ধ হলেও এক ঝাঁক বৃষ্টির কৃপায় সে পল্লবিত হয়ে উঠত। কালবৈশাখী হল মৌসুমীর পাইলট ভ্যান। মৌসুমী আগমনের সংবাদ দিতে বজ্র নিনাদে নিয়মিত সন্ধ্যায় আছড়ে পড়ার ব্যবস্থা সরকার প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা খরচা করে ভোটে খান খান করে দিয়েছে। তাই মৌসুমী এখন মৃতপ্রায়। মৌসুমী মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করেছে আমাদের দেশের তাবড় নেতাদের সরকারি ব্যবস্থাপনা। আমরা ত্রিশ বছর ধরে সরকারের আত্মঘাতী কাজের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে চলেছি। কিন্তু নেতারা দেশভক্ত নয় - এটা প্রমাণ করার জন্য সরকারি ভ্রান্ত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটুও ট্যা ফ্যা শব্দ উচ্চারণ করেনি।

এরপর তেরোর পাতায়

সত্য উদঘাটনের দাবিতে বসু বাড়ির সদস্যরা রাজপথে

আজাদবাউল

বসু পরিবারের বিক্ষুব্ধ সদস্যরাও সোচ্চার

সুগতর সততা-২

ভারতবর্ষে শুধু নয়, বিশ্বের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় উপেক্ষা সত্ত্বেও ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের নিখোঁজ নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু'র সম্পর্কে জাগ্রত জনমতের চাপে তাঁর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের লক্ষ্যে একটি কমিটি ও দুটি কমিশন গড়তে হয়েছে। পৃথিবীর কোনও প্রান্তে ১৯৪৪ সালের ১৮ আগস্ট কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। ইঙ্গো মার্কিন শক্তি তাদের গোয়েন্দা রিপোর্টে কোথাও নেতাজীর মৃত্যুর কোনও তথ্য জানাতে পারেনি।

এরপর তেরোর পাতায়

প্রচারের ঢক্কানিনাদে বাদ পড়ে যাচ্ছে মানুষের দাবিগুলিই

ওঙ্কার মিত্র

এও এক রাজনৈতিক সহাবস্থান। সকলেই হাত পা নেড়ে গলার জোরে বোঝাতে চায় ওর চেয়ে আমি ভাল। কে কত কুকীর্তির অধিকারী তা বোঝাতে মাঝে মধ্যে চলে আসছে ব্যক্তিগত আক্রমণ, এমনকী হুমকিও। এর আড়ালে ডান থেকে বাম সব দলই চাপা দিয়ে দিচ্ছে মানুষের আসল দাবিগুলি।

এই সেদিনও সংসদ তোলপাড় হয়ে গেল বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা নিয়ে। হিসেব পত্রও পেশ হল। বলা হল ওই কালো টাকা ফিরিয়ে আনলে দেশের চেহারাটাই বদলে যেতে পারে। কিন্তু আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে সে প্রসঙ্গ কই! মোদী থেকে রাহুল, মমতা থেকে বুদ্ধ কেউই এ নিয়ে একটি কথাও বলছেন না। অর্থাৎ একে ইস্যু করতে নারাজ সকলেই। রাজনীতিকদের সততা নিয়ে প্রশ্নটা আর উত্তর খুঁজে পায় না এখানে। শুধুই তরজা চলছে, মাঝে মধ্যে চলছে খেউড়ও। তাতে ভারতের জনগণের আসল সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

দেশে আরও জ্বলন্ত সমস্যা সংরক্ষণ। স্বাধীনতার পর রাজনীতিকরা এই সংরক্ষণের তরবারিতেই ফালা ফালা করে টুকরো করে রেখেছেন ভারতীয় সমাজকে। ধর্মের নামে, জাতের নামে সংরক্ষণ আজ বিভেদের হাতিয়ার। সংরক্ষণে ফারাক যেখানে ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে হওয়া দরকার সেখানে শুধু সস্তা জনপ্রিয়তার নাম রাজনীতিকরা সৃষ্টি করেছেন এক গভীর ক্ষত।

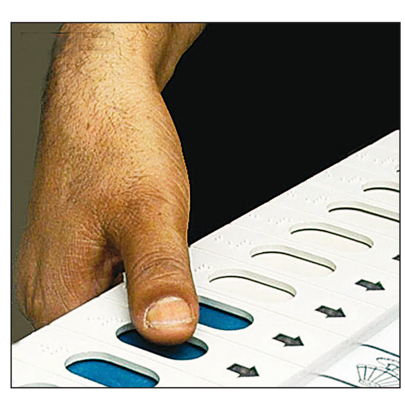

মানুষ চায় এই দগদগে ঘা এবার সারিয়ে তোলা হোক। কয়েক মাস আগে জনার্দন দ্বিবেদি এমন সংরক্ষণ বাতিল করে বাঁচাতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসকে। কিন্তু আত্মঘাতি কংগ্রেস, সে কথায় কান দেয়নি বরং কোণঠাসা করে দিয়েছে জনার্দনকে। অথচ এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করেও কোনও লাভ হয়নি ভারতীয় সমাজের। মানুষ এর বদল চায়। কিন্তু কোথায়! এমন এক জ্বলন্ত সমস্যা বাদ যাচ্ছে প্রচারের আলো থেকে। এ প্রসঙ্গে সব রাজনৈতিক দলই এক জোট। সস্তা জনপ্রিয়তার নামে সংরক্ষণকে ছাড়তে চায় না কেউই। অর্থাৎ নতুন সরকার আসার পরেও সংরক্ষণের খাঁড়া থাকছেই।

আমাদের দেশের রাজনীতিকদের আর এক কীর্তি পুলিশ সংস্কারে অনাগ্রহ। সেই ১৮৬১ সালে তৈরি ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক পুলিশ আইন আজও চলছে স্বাধীন ভারতবর্ষে। ভারতবাসী একে জাতীয় লজ্জা মনে করলেও নেতারা একেই নিজেদের গৌরব বলে আঁকড়ে ধরতে চায়। কারণ, এতেই নিহিত আছে আইনের আড়ালে মানুষের ওপর অত্যাচারের লোভনীয় বীজ। তাই তো একটি লাইনও না বদলে কার্যকরী করা হয় ব্রিটিশ এই আইনটিকে। ভারতবাসীর ওপর অত্যাচারের জন্য যে আইনের সৃষ্টি তাকে আজও বদলাতে পারল না স্বাধীন দেশের সরকার। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হতে পারে এটি।

অথচ মানুষের ক্ষোভকে মর্যাদা দিয়ে পুলিশের সংস্কার যে জরুরী তা বার বার বলেছে বিভিন্ন কমিটি, ১৯৭৯ সালে নতুন পুলিশ আইন তৈরির কথা বলেছিল ন্যাশানাল পুলিশ কমিশন। কিন্তু সে রিপোর্ট আজ হারিয়ে গিয়েছে।

এরপর তেরোর পাতায়

কাজের খবর

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার নিয়ম এবার পরিবর্তিত হল

www.pscwbonline.gov.in এই ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র অনলাইনে আবেদন করা যাবে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ২১ থেকে ৩২-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারবেন। তপশিলি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখতে, পড়তে ও কথা বলতে জানতে হবে। গ্রুপ বি যেটি ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশ সার্ভিসের জন্য সেখানে ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে ১.৬৫ মিটার এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১.৫০ মিটার।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে জুন মাসে। সফল হলে মেন পরীক্ষা হবে কলকাতায়। সব সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে যতবার খুশি এই পরীক্ষা দিতে পারবেন। প্রিলি পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল স্ট্যাডিজের ২০০ নম্বরের অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপ প্রশ্ন। প্রতি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। মোট সময় আড়াই ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। জেনারেল স্টাডিজে থাকবে ৮টি বিষয়। প্রতিটি বিষয়ে ২৫টি করে প্রশ্ন।

বিষয়গুলি হল ১) ইংরাজি কম্পোজিশন, ২) জেনারেল সায়েন্স, ৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্প্রতিক ঘটনা, ৪) ভারতের ইতিহাস, ৫) পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতীয় ভূগোল, ৬) ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, ৭) ভারতের জাতীয় আন্দোলন, ৮) জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি। ইংরাজি কম্পোজিশন অংশে থাকবে গ্রামারের প্রশ্ন। ভারতীয় ভূগোল অংশে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতীয় কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি অংশে রাষ্ট্রপদ্ধতি, পঞ্চায়েতীরাজ, কমিউনিটি উন্নয়ন ও ভারতের পরিকল্পনা বিষয়, ভারতের জাতীয় আন্দোলন অংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আর জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট অংশে থাকবে লজিক্যাল রিজনিং ও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় ইতিহাস। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট নম্বর পেলে কোয়ালিফাইং করতে পারবেন। তবে চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নম্বর ধরা হবে না।

'প্রিলিমিনারি' পরীক্ষায় সফল হলে 'মেন' পরীক্ষা হবে এ, বি, সি ও ডি - এই ৪ গ্রুপের। এই ৪ গ্রুপেই 'মেন'এ ১২০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে এই ৬টি আবশ্যিক বিষয়:

১) প্রথম পত্র: বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালী বা সাঁওতালি - চিঠি লেখা (১৫০ শব্দের মধ্যে) অথবা ২০০ শব্দের মধ্যে রিপোর্ট ড্রাফটিং করা, প্রেসি লেখা, কম্পোজিশন, ইংরাজি থেকে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালী বা সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ।

২) দ্বিতীয় পত্র: ইংরাজি - চিঠি লেখা (১৫০ শব্দের মধ্যে) অথবা ২০০ শব্দের মধ্যে রিপোর্ট ড্রাফটিং করা, প্রেসি লেখা, কম্পোজিশন, ইংরাজি থেকে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালী বা সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ।

৩) তৃতীয় পত্র: জেনারেল স্টাডিজ (ন্যাশনাল মুভমেন্ট-সহ ভারতীয় ইতিহাস আর পশ্চিমবঙ্গ স্পেশাল রেফারেন্স-সহ ভারতের ভূগোল)।

৪) চতুর্থ পত্র: জেনারেল স্টাডিজ (সায়েন্স ও সায়েন্টিফিক ও টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এনভায়রণমেন্ট, জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স)।

৫) পঞ্চম পত্র: ভারতীয় সংবিধান ও ভারতীয় অর্থনীতি (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা ও কার্য)।

৬) ষষ্ঠ পত্র: অ্যারিথমেটিক ও টেস্ট অফ রিজনিং। প্রতিটি বিষয়ে থাকবে ২০০ নম্বর ও প্রতিটি পেপারে সময় থাকবে ৩ ঘণ্টা।

আবশিক প্রথম পত্র: বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালী বা সাঁওতালি আর দ্বিতীয় পত্র: ইংরাজি বিষয়ের প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের। আর বাকি ৪টি আবশ্যিক বিষয়ের প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ (এম.সি.কিউ) টাইপের। এরপর হবে ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা। এ ও বি গ্রুপের বেলায় ৪০০ নম্বরের ১টি ঐচ্ছিক বিষয়ে ২টি পেপারের পরীক্ষা হবে। প্রতিটি পেপারে থাকবে ২০০ নম্বর। সি ও ডি গ্রুপের বেলায় কোনও ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা হবে না।

সিলেবাসে নতুন ধরনের প্রশ্ন

আজকের দিনের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে যেসব নতুন নীতি প্রণয়ন হচ্ছে সেই নীতিগুলি জানা দরকার প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর জন্য। সেই জন্য পরীক্ষার সিলেবাসে বেশ কিছু প্রশ্নের ধরন বদল হয়েছে।

১) পরিবেশ দূষণ ও তার সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে পরিবেশ বিষয়ক প্রশ্ন। কারণ, বর্তমানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গেলে এই দিকটি জানা দরকার।

২) আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান ও নতুন অঙ্গ রাজ্য সৃষ্টির ফলে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্য কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কিত নানান ধরনের প্রশ্ন এই মুহূর্তে সিলেবাসে ঠাঁই করে নিয়েছে।

৩) এতদিন অবধি সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু অনুচ্ছেদ ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে পাঠ্যক্রম ছিল তার সঙ্গে এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে রাজ্যের লেনদেন ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিচালন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়েছে।

৪) এবার থেকে শুধু প্রিলি নয়, মেন পরীক্ষাতেও ইতিহাস ও ভূগোল থাকবে।

৫) মেন পরীক্ষার ৬টি আবশ্যিক পেপারের মধ্যে ৪টি পেপার অবজেক্টিভ টাইপ হবে।

৬) মেন পরীক্ষায় আগে ছিল ২টি ঐচ্ছিক বিষয়, এখন থাকবে ১টি।

৭) আগে এ, বি, সি, ডি - ৪টি গ্রুপের উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ইন্টারভিউ আলাদা দিনে হত, এখন একই দিনে হবে।

ব্যবসায়ী খুন ফলতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা: সাহারাহাটে ঋতিকা সুইটস নামে একটি মিষ্টির দোকানের মধ্যে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে কার্তিক চন্দ্র মেটিয়া (৪৫) নামক এক ব্যবসায়ীকে রবিবার রাত ১০টায় খুন করল একদল দুষ্কৃতী। প্রতিবাদে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা ফলতা রোড অবরোধ করায় প্রশাসন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ওইদিন এলাকা অঘোষিত বন্ধের আকার নিয়েছিল। বাজারে মিষ্টির দোকান ছাড়াও একাধিক ব্যবসা ছিল স্থানীয় প্রভাবশালী এই ব্যক্তির। প্রতিদিনের মতো ওই দিন রাতে দোকানে বসেছিলেন তিনি। রাত ৯টা নাগাদ ৫ যুবক দোকানে ঢুকে প্রথমে মিষ্টি ও দই খায়। এরপর বিল মেটানোর অছিলায় ক্যাশ কাউন্টারে এসে কার্তিককে প্রথমে একটি গুলি করে। তারপর তড়োয়াল দিয়ে মাথায় কোপ বসায়। দোকানের কর্মচারীরা ভয়ে বাইরে পালায়। দুষ্কৃতীরা পরপর দুটি গুলি করে তার পেটে ও ডান পা

তড়োয়াল দিয়ে দু'টুকরো করে দেয়। বাইকে করে পালাবার সময় এলোপাথারি বোমাবাজি করে তারা। পুলিশ রাতে দেহ তুলে নিয়ে যায়। মৃতের স্ত্রী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বাজারে সুদের ব্যবসাও করতেন। তাঁর নাকি দুই বিয়ে। ইদানীং সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা নিয়েও বিরোধ চলছিল। তাঁর স্ত্রী মধুমিতা মেটিয়া বলেন, বাজারে কোনও সমস্যা হলে তিনি সালিশি করতেন। তা নিয়ে অনেকে ক্ষুব্ধ ছিল তাঁর ওপর। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) আভারু রবীন্দ্রনাথ বলেন, একটি খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এই ঘটনার জেরে অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্মসূচীতেও ভাটা পড়েছিল। ধৃতদের নাম - মোজাফর মোল্লা, কাদের শেখ, সেলিম মাইতি, আক্তারউদ্দিন মোল্লা ও সাজ্জাদ পাইক।

তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: সম্প্রতি দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ-২ নম্বর ব্লকের নোদাখালীতে বজবজ-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনের ১৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠনের জেলা ও মহকুমা সভাপতি যথাক্রমে প্রকাশ মণ্ডল ও মাখন লাল বৈরাগী সভায় উপস্থিত ছিলেন। বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনে এদিন যোগদান করেন। জেলা সভাপতি ব্লক সভাপতি সুবীর ব্যানার্জির সংগঠন পরিচালনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সভাতে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, ব্লকের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তমোষা গায়েন, বুচান ব্যানার্জি প্রমুখ। শিক্ষক সংগঠনের ব্লক সভাপতি সুবীর ব্যানার্জি বলেন, আড়াই বছরের মা-মাটি-মানুষের সরকার মাসের পয়লা তারিখে বেতন দিচ্ছে, প্যারাটিচারদের চাকরি সুনিশ্চিত করেছে, ছাত্রছাত্রীদের পোশাক ও পাঠ্যপুস্তকও ঠিক সময়ে বিলিবন্টন করছে।

আগামী দিনে বামপন্থী সংগঠনের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আমাদের সংগঠনে সামিল হবে বলে আশা রাখি।

কর্মখালি

কাজ জানা দক্ষ এয়ারকন্ডিশন মেশিন ইনস্টলার চাই। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালী
পোঃ ন'হাজারি, থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা।
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

ডাঃ বি. রামানা
এম এস, ডি এন বি, এফ আর সি এস
অ্যাডভান্সড ল্যাপারোস্কপিক অ্যান্ড ব্যারিয়াট্রিক সার্জন

ওবিসিটি - বিনা চিকিৎসায় জীবন নষ্ট

আমার কর্মক্ষেত্রে, প্রায় প্রত্যেকদিনই এমন বহু মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, যাঁরা বিশাল শরীর নিয়ে, কারও তো ১০০ কেজিরও বেশি ওজন, ডায়াবিটিস, হাই ব্লাড প্রেসার ইত্যাদি রোগ নিয়ে নাজেহাল হয়ে থাকেন কিন্তু এই অবস্থা থেকে বার হওয়ার কোনও উপায় খুঁজে পান না। এমন কিন্তু নয় যে এঁদের এ বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই। আমার কাছে যাঁরা আসেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই জানেন যে, আমি নিয়মিত ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি করে থাকি যাতে বিশাল মোটা মানুষ অনেক রোগা হয়ে যান। কিন্তু তা সত্ত্বে তাঁরা সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না, এমন একটি সিদ্ধান্ত যাতে তাঁদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসতে পারে।

রাখি মুখার্জি-র (নাম বদলে দেওয়া হয়েছে) কথাই ধরুন। ১৩৫ কেজি ওজনের রাখি স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগতেন, লিপিড প্রোফাইল খুব হাই ছিল। বছরের পর বছর তাঁকে প্রত্যেকদিন ১৫০ ইউনিট ইনসুলিন নিতে হত। ল্যাপ গ্যাসট্রিক বাইপাস (একটি ব্যারিয়াট্রিক অপারেশন) করাবার পর তিনি এই সমস্ত রোগ ও তার ওষুধের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন। এখন তিনি ৭৫ কেজির সুস্থ সবল মানুষ, একা হাতে নিজের ছেলেমেয়ের দেখভাল থেকে শুরু করে বৈষ্ণো দেবী-র ট্রিপ আর হাজারও কাজ সামলাচ্ছেন।

কিন্তু এমন বহু পুরুষ ও মহিলা রয়েছেন, যাঁরা লজ্জাবশত এই অপারেশন করাতে আসেন না এবং ব্যারিয়াট্রিক সার্জারির দারুণ উপকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেন। এই মানুষগুলি খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যেতে থাকেন, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোনও না কোনও রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল - বাড়ি করেন, তবু জেগে বা ঘুমিয়ে, প্রতি মুহূর্তে, নিজেদের ওবিসিটি সম্পর্কে সচেতন থাকলেও, কিছুই করেন না। এই মানুষগুলিরই কিন্তু সবার আগে নিজেদের জন্য ভাবনা চিন্তা করা উচিত। কিন্তু এঁরা অনেক টাকা খরচ করে, বিভিন্ন ভাঁওতাবাজি আর বুজরুকির আশ্রয় নেবেন, অদরকারি কিছু আর্টিকেল পড়ে প্রচুর সময় নষ্ট করবেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করবেন না।

যে তিনটি মূল কারণে মানুষ এই নতুন জীবনদায়ি চিকিৎসা গ্রহণ করার থেকে পিছিয়ে যান তা হল:-

১) ভয়: যদি কোনও জটিলতা দেখা দেয়। যদি কিছু হয়ে যায়।

২) আমার বাবা সূচ ফোটানো আর হাসপাতালের নাম শুনলেই ভয় লাগে!

৩) অনেক টাকার ব্যাপার।

আসুন দেখি আজ আপনাদের এইসব জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারি কি না।

আসলে আপনার ভয়টা কোথায়? আপনার জাযগায় আমি হলে, ডায়াবিটিসে ভুগে মরার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম, রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে চোখে ঘুম আসত না, অদূর ভবিষ্যতে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট কপালে নাচছে জেনে ঘাম ছুটে যেত। শুধু এইগুলিই নয়, আরও বহু রোগ হতে পারে ওবিসিটির কারণে। আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি। সার্জারি করার পর জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকতেও পারে, কিন্তু সার্জারি না করলে যে সমস্ত জটিলতা জীবনে আসবে, সেগুলি আরও ভয়ঙ্কর।

সূচ আর হাসপাতালের ভয় পাওয়া কিন্তু বেশ বোকামি। রাতে আপনার বাড়ির দরজা ভেঙে ডাকাত ঢুকতে পারে এই ভয়ে কি আপনি রাতের পর রাত জেগে কাটাবেন? ঠিক তেমনই অনর্থক এই ভয় পাওয়া। আর বিশ্বাস করুন, এই সার্জারি তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। আর কিছু না হোক, এই সার্জারিটাকে, রোগ সারাতে তেতো ওষুধ গেলার মতোই মনে করুন।

এই সার্জারি অনেক খরচ সাপেক্ষ বলে মনে করেন? পরিসংখ্যন কিন্তু বলছে, এই সার্জারির খরচ ৩-৪ বছরের মধ্যেই উঠে আসে। কী করে? এই ক'বছরে, ওবিসিটির কারণে হওয়া বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা আর ওষুধের খরচ বাঁচিয়ে দিয়ে। আর উপরি পাওয়া হয় একটি সুস্থ ও আনন্দময় জীবন। আরনাক কিডনি, হাঁটু, স্পাইন, হার্ট, লাং ইত্যাদির পিছনে দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার পরও নিজের জীবনটাকে নিজের কাছে বোঝা মনে করতে কি ভাল লাগবে? নাকি একবার খরচা করে এই সমস্ত দুঃস্বপ্ন গুলির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে দেওয়া ভাল?

প্রথমে www.bmi-india.com থেকে আরও বেশি তথ্য সংগ্রহ করুন। এই ওয়েবসাইটটি, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং স্বতন্ত্র রোগী নির্ভর তথ্য দেয় বলে, ব্যারিয়াট্রিক সার্জারির ব্যাপারে সারা পৃথিবীর অন্যতম বিশ্বস্ত তথ্যের উৎস বলে স্বীকৃত।

এখানে আপনি জানতে পারবেন কেন স্লীভ সার্জারি এবং বাইপাস সবচেয়ে বেশি পছন্দের আর কেন ল্যাপ ব্যান্ড করানো ভাল নয়। এখানে আপনি, ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি করিয়েছেন এমন মানুষদের অভিজ্ঞতা, তাঁদের নিজেদের থেকেই জানতে পারবেন। এতে, শুধুমাত্র একটা আর্টিকেল পড়ার থেকেও অনেক ভাল করে বিষয়টিকে বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, কোনও রোগীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইলে, তাও স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।

এরপরও যদি শুধু খরচের কথা ভেবে পিছিয়ে যান, তাহলে আমার কাছে এই অজুহাত খণ্ডন করার জন্য একটা দারুণ খবর আছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আপনি যদি বিআইএম-তে ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি করাবার জন্য রেজিস্টার করান, তাহলে একটা বড়সড় ছাড় পাওয়ার সুযোগ পাবেন ব্যারিয়াট্রিক সার্জারিতে সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে। এই সুযোগ কত তারিখ পর্যন্ত আছে সে সম্বন্ধে আমি এই মুহূর্তে বিশদে জানাতে পারছি না। দয় করে BMI-তে যোগাযোগ করে জেনে নিন।

ভারী ব্রেস্ট? আপনি যে উপায় ভাবছেন তা কাজ নাও করতে পারে

বহু মহিলা দিনের পর দিন, নিঃশব্দে একটি অভিশাপ বয়ে বেড়ান - ভারী ব্রেস্ট। যাঁদের এই সমস্যা নেই তাঁরাও কোনওদিন বুঝতে পারবেন না এই কষ্ট। আমার প্লাস্টিক সার্জন বন্ধুরা এর বড় সাক্ষী। আমি নিজে অনেককে তাঁদের কাছে রেফার করে দিই। কিন্তু আমার সবসময়ই মনে হয় যে এর পিছনে বড় একটা কারণ আছে, যা নিয়ে কেউ মাথাই ঘামান না! আমার বিশ্বাস এই মহিলাদের কষ্টের একটা বড় কারণ ওবিসিটি।

ফ্যাট শরীরের যে কোনও জায়গায় জমা হতে পারে। কোনও কোনও মহিলার ক্ষেত্রে ফ্যাট জমে ব্রেস্ট ভারী হয়ে যায় ও তাঁদের ভুগতে হয়। সাধারণত, এই সমস্যার সমাধানে প্রথমেই মাথায় আসে প্লাস্টিক সার্জারীর কথা। এক ধরনের বিশেষ অপারেশন করা হয় - রিডাকসন ম্যামোপ্ল্যাস্টি।

দেখে খারাপ লাগে যে অনেকেই মনে করেন, ব্রেস্টের সাইজ কম করলে বা পেট থেকে বাড়তি ফ্যাট বার করে দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই উপায়ে সেই মহিলারা হয়ত কিছুটা লাভবান হতে পারেন, যাঁরা এমনিতে মোটা নন, শুধুমাত্র শরীরের কোনও কোনও অংশে ফ্যাট জমেছে। কিন্তু যাঁদের ওজন এমনিতেই বেশি এবং ব্রেস্ট ভারী, তাঁদের জন্য একটাই সমাধান: ওয়েট লস সার্জারী।

কি হল ব্যারিয়াট্রিক সার্জারী আপনার স্টমাকের সাইজ ছোট করে দিয়ে আপনার শরীর থেকে ব্লো টর্চের মতো ফ্যাট গলিয়ে দেয়। মাত্র তিন

মাসের মধ্যে আপনি এতটাই রোগা এবং ইয়াং দেখতে হয়ে যাবেন যে চেনাই যাবে না। ওজন কমার এই প্রক্রিয়া প্রায় দু'বছর ধরে চলতে থাকে। এই পদ্ধতিতে সারা শরীর থেকেই ফ্যাট ঝরতে থাকে। কোনও একটি নির্দিষ্ট অংশ বেছে নিয়ে শুধু সেখান থেকে ফ্যাট কমায় না। আর তার দরকারও পড়ে না। ওজন কমে যাওয়ার প্রক্রিযা শেষ হলে দেখবেন আপনার শরীরের বাড়তি ওজনের প্রায় ৭৫ শতাংশ কমে গিয়েছে, অথচ আপনি স্বাভাবিক খাওয়া দাওয়া করেছেন আর কোনও কিছু থেকেই নিজেকে বঞ্চিত করেননি।

ব্যারিয়াট্রিক সার্জারীই ভারী ব্রেস্টের সমস্যার স্থায়ী সমাধান, কোনও স্পট রিডাকসন নয়। ওহ! একটা সমস্যা কিন্তু থেকেই যাবে। আপনাকে বার বার ছোট সাইজের পোশাক কিনতে হবে। অতএব খরচা আর ওয়ার্ডরোবে জায়গা দু'ই বাড়াতে হবে।

এই আর্টিকল এবং আমার সব আর্টিকলই শুধুমাত্র আপনাদের কাছে কিছু তথ্য তুলে ধরার জন্য। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে ও আপনার নিজের চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন।

চেম্বার: বেলভিউ ক্লিনিক, ৯, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭ অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন: 9830031663, 9830043301
ই-মেল: rambodoc@gmail.com **ওয়েবসাইট:** www.up-surge.com, www.bmi-india.com

বুড়ুলে অল্পের জন্য রক্ষা পেল বাংলাদেশি বার্জ

নৌ-বাণিজ্যে যেকোনও দিন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গত ৩১ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বুড়ুল ঘাটের কাছে হুগলী নদীতে অল্পের

জন্য রক্ষা পেল একটি ছাই ভর্তি বাংলাদেশি বিশালাকৃতি বার্জ। এদিন ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ কলকাতার খিদিরপুরের ভুতঘাট থেকে ছাই ভর্তি করে এম ভি জিয়ান জিয়াদ ব্রাদার্স নামে একটি বাংলাদেশি বার্জ ঢাকার নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় পরিতোষ চক্রবর্তী। নামখানা থেকে সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ নোদাখালি থানা এলাকার বুড়ুল ঘাটের কাছে জোয়ারে সময় প্রবল বানের কবলে ছাই ভর্তি বার্জটি একদিকে হেলে পড়ে। জল ঢুকে গিয়ে বার্জটি ধীরে ধীরে ডুবতে থাকে। স্থানীয় ঘাটের ভুটভুটি ও নৌকার মাঝিরা বার্জের লোকেদের চিৎকারে শুনে ছুটে যায়। তারপর বার্জটি একদিকে হেলে নদীর চড়ায় ঠেকে যায়। স্থানীয় নোদাখালী থানার পুলিশ প্রশাসন ও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। একটু বেলার দিকে বার্জটিকে স্থানীয় মাঝি-মাল্লাদের সহযোগিতায় নদীর পাড়ের দিকে আনা হয়। দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি ডিঙি নৌকা করে বার্জের কাছে গিয়ে কথা হল ক্যাপ্টেন আলমগীর মোল্লার সঙ্গে। তিনি জানালেন, আজ অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম। তিনি বলেন, প্রবল বানের ধাক্কায় বার্জটি ঘুরে গিয়েই এই বিপত্তি। বার্জটিতে দেখা গেল ১০ জন রয়েছেন বাংলাদেশি। বার্জ ভর্তি ছাই। কত পরিমাণ ছাই আছে ক্যাপ্টেন জানাতে পারলেন না। জানালেন নামখানা থেকে চালান পাওয়া যাবে।

নদীর পাড়ে দেখা হল এ রাজ্যের ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটির দুই আধিকারিকের সঙ্গে। তাঁরা প্রথমে প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলতে চাননি। তাঁরা বলেন, এটা সামান্য ঘটনা। বলার মতো কিছু হয়নি। তাহলে আপনারা এসেছেন কেন? তাঁর উত্তরে জগন্নাথ পাল নামে এক আধিকারিক জানালেন, এই নদী পথে জাহাজ পরিবহনে এই দুর্ঘটনার পর কোনও সমস্যা আছে কিনা সেটা দেখতে এসেছি। আমাদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষরা আসছেন। বার্জে কত পরিমাণ মাল আছে? তার উত্তর ওই আধিকারিক দিতে পারেননি। অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা গেল পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে হুগলী নদীর পারে নজরদারীর অভাব আছে। আবার অনেকের মত অত্যাধিক পণ্য পরিবহণের আড়ালে টাকা পয়সার লেনদেন সংক্রান্ত অবৈধ কার্যকলাপ চলে এই নদীপথে। এই নদীপথে নজরদারী না বাড়ালে যে কোনও সময় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়।

ব্রজবল্লভপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নিজেই রোগাক্রান্ত

বাপন মণ্ডল ● কাকদ্বীপ

জাতীয় গ্রামীণ মিশনে স্বাস্থ্য মিশনের অন্তর্গত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। কিন্তু পরিকাঠামো বলতে ভাঙাচোরা একতলা বিল্ডিং। যার চারপাশে আগাছা, জঞ্জালের স্তূপ, নিশ্চিন্তে চড়ছে গরুর পাল। সপ্তাহে চারদিন অবশ্য এখানে আউটডোর হয় ২ ঘণ্টার জন্য। বাকী সময় তালা দেওয়া ভুতুড়ে বাড়ি বলে

ভ্রম হয়। অথচ পাথরপ্রতিমা ব্লকের ব্রজবল্লভপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ৪৫ বছরের পুরনো। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা কিছুটা হলেও এখানে ছিল। এখন সপ্তাহে ৪ দিন সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি একজন ডাক্তারবাবু সকাল ১০ টা থেকে ১২টা পর্যন্ত আউটডোর করেন। এই কেন্দ্রে ৩ জন নার্স নিযুক্ত থাকলেও বেশিরভাগ দিন ১ জন আসেন। স্থানীয় গ্রামবাসী শ্রীহরি মণ্ডল জানালেন, 'স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১২টি বেডের মধ্যে ২টি খারাপ। একটু গুরুতর অসুখ হলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য দেড় ঘণ্টা পথ অতিক্রম করে পাথরপ্রতিমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। অনেক রোগী পথেই মারা যান।' স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ ওই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু এইখানেই সপ্তাহে ৪ দিন সকাল ৭টা থেকে ১০টা প্রাইভেট প্রাক্টিসে ভালভাবে রোগী দেখেন ৮০ টাকা ফিজ নিয়ে।

উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বনাম জনতার দাবিতে উত্তপ্ত ভোটযুদ্ধ

বিশ্বজিৎ পাল ● জয়নগর

তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর) ঝড়খালি, নফরভাঙা এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে মন দিয়ে শুনছেন ভোটারদের

ভোট চাইছেন সুভাষ নস্কর

বিজেপিতে যোগদান সিপিএম, কংগ্রেস কর্মীদের

মুকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রচার এসইউসি'র

অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা রবি মণ্ডল, সুকান্ত সরকাররা দাবি জানালেন, এই অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের উন্নতির দিকে নজর দেওয়ার জন্য। কারণ, এতে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিও ছিল তাঁদের তালিকায়। শ্রীমতি মণ্ডল গোসাবা অঞ্চলে বার বার প্রতিশ্রুতি দিলেন সার্বিক উন্নয়নের।

ছুটির দিনগুলিতে ভোটপ্রচারে কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তে নারাজ। বিশেষ করে বাজার অঞ্চল এবং নৌকা করে ভোট প্রচার এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বামফ্রন্ট প্রার্থী আরএসপি সুভাষ নস্কর বিভিন্ন রুটের বাসে উঠে শুনছেন যাত্রীদের অভিযোগ। ক্যানিং মহকুমায় বাসের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। রেলপথ ছাড়া গত্যন্তর নেই। যাত্রীদের অভিযোগ ২০০৯ সালে শিলান্যাস হলেও ক্যানিং-ভাঙনখালি রেলপথ আজও চালু হল না। ক্যানিং-মাঝঘাটে মৎসজীবীরা শ্রী নস্করকে অভিযোগ জানান, দিনের পর দিন সুন্দরবনের নদীগুলিতে পলি জমে চড়া পড়ে যাচ্ছে। আঠারোবাকি, পিয়ালী নদী প্রায় বিলুপ্ত। করতোয়া নদী প্রায় ধ্বংসের পথে। বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার জয়নগর কেন্দ্রে একের পর এক কর্মীসভা করছেন। তাঁর বক্তব্য, ইউপিএ সরকার কৃষি উন্নয়নে ব্যর্থ। সুন্দরবনে বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষির সার্বিক উন্নয়ন প্রয়োজন। তাঁর দাবি, ১৯৯৮-৯৯ সালে তিনি বিজেপি প্রার্থী হয়ে লড়াই করে ৩৬.১ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। এবার মূল এই কেন্দ্রে মূল লড়াই তৃণমূল ও বিজেপি'র মধ্যে। এর মধ্যেই ক্যানিং থানার পেট্রোল পাম্পের কাছে কর্মীসভায় ক্যানিং (পশ্চিম) বিধানসভার নিকাশীঘাটা বাঁশরা গ্রামপঞ্চায়েতের সিপিএম গ্রামীন কমিটির সদস্য পরিমল সর্দার তপন মণ্ডল, সব্যসাচী হালদার এবং কংগ্রেস থেকে বেশকিছু কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেন।

এসইউসি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল মুকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রচারে অভিনবত্ব আনলেন। বাসন্তী, কুলতলি, ভাঙনখালি, ফলতলা অঞ্চলে ডাঃ মণ্ডল তাঁর পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন মুকাভিনয় প্রদর্শন করে।

সংসদে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন পালন, কেন্দ্র বিনামূল্যে চিকিৎসা, অতিরিক্ত সাংসদ ভাতার টাকা এলাকায় ব্যায় করার খতিয়ান ছাড়াও তাঁর কাজের যে তালিকা পেশ করেছেন তা হল, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০৫ জন রোগীকে ৭৬,৫২,০৬২ টাকা সাহায্য, ২১টি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে ১১,৭৪৩ জন রোগীর চিকিৎসা, ১৬ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ১২টি অঞ্চলে স্বাস্থ্য মেলা, ৫৯৭টি গভীর নলকূপ ছাড়াও প্রায় ৩০০ রাস্তা নির্মাণ, একাধিক যাত্রী প্রতীক্ষালয়, শ্মশানের সেড নির্মাণ, এড্স আক্রান্ত মহিলা ও শিশুদের হোম-সহ ১০৫৪টি প্রকল্পে ২০৬৯.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়।

বিবাদ ভুলে অভিষেকের সঙ্গী হওয়ার দৌড়ে নেতারা

মেহবুব গাজী ● ডায়মন্ড হারবার

ভিড় জমেছিল সকাল সাড়ে সাতটা থেকেই। দলীয় ফেস্টুন পতাকা, ছাতা নিয়ে হাজির কর্মীরা। তিনি এলেন ন'টা নাগাদ। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরনে সাদা চুরিদার পাঞ্জাবী, পায়ে স্নিকার। হুড খোলা জিপে অভিষেকের সঙ্গী হতে চান সবাই। তাদের মধ্যে রয়েছেন এই কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক হালদার, ব্লক সভাপতি উমাপদ পুরকাইত, অরুময় গায়েন, পুর প্রধান মীরা হালদার, পান্নালাল হালদার-সহ মেজ ছোট সব নেতা। ক'জন ধরবে ওইটুকু জিপে। শেষ অবধি চাপাচাপি করে ১২ জন নেতানেত্রী সঙ্গী হলেন অভিষেকের। সারা বছর এই নেতাদের নিজেদের মধ্যে আকচা-আকচি সুবিদিত। সেক্ষেত্রে অভিষেকের সঙ্গী হওয়া নিয়ে এই মিলমিশ ভোটের শেষদিন অবধি থাকলে শেষ হাসি অভিষেকই হাসবেন বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। জিপের সামনে ১০ জনের বাইক বাহিনী। তার বেশি ছাড়াতে পারল না নির্বাচনী বিধির গেরোতে। পিছনে সাইকেলে আরও জনা ২৫ কর্মী।

১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মোহনপুর গ্রামে প্রবেশ করল জিপ। নেতারা বলে চলেছেন, এই আমাদের প্রার্থী অভিষেক। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো। ২৮ বৈশাখ সবাই জোড়া ফুলে ভোটটা দিও কিন্তু। বছর ৬০-এর সাবেরা বিবি বলেন, হ্যাঁরে বাবা ঠিক আছে। ভোট জোড়া ফুলেই দেব। অভিষেকের হাত জোড়া, মুখে মিটিমিটি হাসি। একটু পরে জিপ দাঁড়াল। জমায়েতটা সেখানে বেশি। অভিষেক নেমে যুবকদের সঙ্গে কোলাকুলি সেরে নেন, মহিলাদের নমস্কার জানালেন। অশিতীপর হাতেম মোল্লা অভিষেকের মাথায় হাত রেখে বলেন, বাবা তুমি অনেক দূর এগোবে। তোমার পিসিকে কতবার কাছ থেকে দেখেছি। তোমাকে ভোট না দিয়ে থাকতে পারি। জিপ এরপর ঢুকল আবদালপুর গ্রামে। শাঁখ, ফুল, চন্দন নিয়ে হাজির মেয়ে-বৌদের উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল যাত্রাপথ। চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে, জবা-বেল ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হল যুব নেতার গলায়। ৩৮ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ঘেমে নেয়ে একাকার অভিষেকের মুখে আটকে গেল ছুঁড়ে দেওয়া কুচানো ফুলের পাপড়ি। পাশ থেকে একজন এগিয়ে দিলেন সাদা তোয়ালে। এরপর জোবরালি গ্রাম। গোটা দশেক গ্রাম ঘুরে দুপুরে বিশ্রাম ডায়মন্ড হারবারের হোটেলে। রোদ পড়লে আবার প্রচার চলল রাত ১০টা অবধি।

বাঙালি রাষ্ট্রপতি হয়েছে, এবার প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ এসেছে: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাতগাছিয়ায় ৩০ মার্চ নোদাখালীর এক কর্মী সভায় তাঁর বক্তব্যে বললেন, বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছি, নজরুল পেয়েছি, নেতাজীকে পেয়েছি এবং বাঙালি ভারতের রাষ্ট্রপতিও (প্রণব মুখোপাধ্যায়) হয়েছেন। কিন্তু বাংলা থেকে ভারতের কেউ প্রধানমন্ত্রী হননি। এবার আমাদের কাছে সেই সুযোগ এসেছে। প্রসঙ্গত তিনি তাঁর বক্তব্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো তাঁর পিসিমা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই বলতে চেয়েছেন। অভিষেক এদিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করুন।

আগামী দিনে তিনিই হবেন দিল্লির মসনদের নির্ণায়ক শক্তি। বিজেপি এবং কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, এখন একটা কথা প্রচার হচ্ছে 'মোদি রাজ'। কিসের মোদি রাজ? নন্দীগ্রামে যখন রক্তের বন্যা বয়েছে, জঙ্গলমহল যখন আতঙ্কে মানুষ বের হতে পারত না, তখন কোথায় ছিলেন মোদি? তিনি বলেন, মানুষদের জিজ্ঞাসা করুন আপনি কি সাম্প্রদায়িক শক্তির পক্ষে, কিংবা হিন্দু-মুসলিম বিভেদের রাজনীতি চান, তাহলে বিজেপিকে ভোট দিন। আর যদি দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধির সরকার চান তাহলে কংগ্রেসকে ভোট দিন। যদি এসব না চান তাহলে স্বচ্ছ সততার প্রতীক উন্নয়নের প্রতীক তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন।

তিনি বলেন, গত আড়াই মাসে রাজ্যের সর্বত্র উন্নয়নের জোয়ার বইছে। আগামী দিনে আরও উন্নয়ন হবে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এবার তৃণমূল কংগ্রেস ৪২টি আসনেই জয়লাভ করবে। তিনি বলেন, প্রতিটি বিধানসভায় (ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের) আমাকে ১০ দিন অন্তর দেখতে পাবেন।

যদি আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজে লাগতে না পারি, তাহলে আমি ইস্তফা দিয়ে দেব। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পীকার সোনালী গুহ এবং জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ। নোদাখালীতে কর্মীসভার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গজাপোয়ালী অঞ্চলে একটি দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করেন।

সাতগাছিয়ায় তৃণমূল কর্মীসভা

নিজেকে ভূমিপুত্র প্রমাণ করতে ব্যস্ত সুগত

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার ● সোনারপুর

২ এপ্রিল সোনারপুর বলাকা মাঠে তৃণমূলের কর্মীসভা হল। এদিন কর্মীসভায় যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুগত বসু বলেন, আমাকে বিদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি এই সোনারপুর-রাজপুর এলাকারই ছেলে। কারণ কোদালিয়া আমাদের ত্রিশ পুরুষের বংশধরেরা বসবাস করেছেন। আমি তাদেরই সন্তান। আমার মা কৃষ্ণা বসু যখন এই কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন তখন থেকেই আমি তাঁর হাত ধরে ঘুড়েছি সম্পূর্ণ এলাকায়। আসলে মার্সলেনিন ভক্ত বামেরা নিজেরাই বিদেশি অনুগত। মুখে যতই তাঁরা চাষিভাইদের কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও প্রতিশ্রুতি দেব না, কিন্তু কাজ করে দেখাব। এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে গিয়ে সেগুলির অবস্থা দেখে উন্নয়নের পরিকল্পনা নেব। তিনি কংগ্রেস এবং বিজেপি দু'দলেরই তীব্র সমালোচনা করে জানান, সম্পূর্ণ অঞ্চলে তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরবেন।

বিধায়ক জীবনবাবু ও রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, যে অঞ্চল বেশি ভোট দিতে পারবে তাদের টাকা দেওয়া হবে। জীবনবাবু ঘোষণা করেন, সোনারপুরে দুই বিধানসভা মিলিয়ে ২৮টি ক্লাবের প্রত্যেকটি ক্লাবকে দু'লক্ষ দেওয়া হবে। রাজপুর টাউন কংগ্রেসের সভাপতি শিবনাথ ঘোষ প্রায় ৪ হাজার কর্মীর মিছিল নিয়ে সভায় আসেন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় কর্মীরা বিপুলভাবে উদ্দীপ্ত হন। এদিন কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মনীশ গুপ্ত, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য, ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ চৌধুরী, সোনারপুর (উত্তর) বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, এবং এই কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট মলয় মজুমদার।

অবৈধ অ্যাম্বুল্যান্স চলছে রমরমিয়ে

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: বর্তমানে কলকাতা শহর ও বৃহত্তর শহরতলির অলিতে গলিতে অ্যাম্বুল্যান্সের ছয়লাপ। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও ঘটনা বলছে এই সমস্ত অ্যাম্বুল্যান্সের অধিকাংশই বিধিসম্মত নয়। কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা 'অটোমোটিভ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'র তৈরি নির্দেশিকাকে গুরুত্ব না দিয়ে শহর, শহরতলি থেকে বর্তমানে গ্রামে, সরকারি -বেসরকারি হসপিটাল রমরমা কারবার চালাচ্ছে এ জাতীয় হাজার হাজার অ্যাম্বুল্যান্স। এই অ্যাম্বুল্যান্সের দাপটকে টেনে ধরা তো পরের কথা কেন্দ্রীয় আইন 'ন্যাশনাল অ্যাম্বুল্যান্স কোড' তৈরি হওয়ার পর ১০ মাসের অধিক সময় হয়ে গেলেও রাজ্য পরিবহণ দফতরের তা কার্যকর করার কোনও উদ্যোগ নেই। এ সুযোগে সিংহভাগ অ্যাম্বুল্যান্স রমরমিয়ে অবৈধ কারবার করে চলেছে। ভারতীয় রাস্তা, আবহাওয়া, যানজট ইত্যাদি ভারতীয় বিষয়গুলি বিবেচনা করেই 'এআরএআই' আদর্শ অ্যাম্বুল্যান্সের একটি রূপরেখা তৈরি করেছিল। 'এনএসি' অনুযায়ী বিভিন্ন অ্যাম্বুল্যান্সকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এদিকে আমাদের রাজ্যের অধিকাংশ অ্যাম্বুল্যান্সই 'বি-ক্যাটাগরি'র অর্থাৎ পেসেন্ট ট্রান্সপোর্ট শ্রেণিভুক্ত। এই ক্যাটাগরির অ্যাম্বুল্যান্সে কেবলমাত্র সাধারণ অসুস্থ রোগী আনা নেওয়ার অনুমতি থাকে। অথচ শহরের অধিকাংশ মেডিকেল কলেজে বিপদজনক রোগীদেরও এই বি-ক্যাটাগরির অ্যাম্বুল্যান্সেই যাতায়াত করতে হচ্ছে। অ্যাম্বুল্যান্সে ঝাঁকুনি এড়াতে 'হাইকোয়ালিটি শকার' থাকা বাধ্যতামূলক। বেশিরভাগ অ্যাম্বুল্যান্সে তা দূরঅস্ত।

বি শ্রেণিভুক্ত অ্যাম্বুল্যান্সের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে সাড়ে নয় ফুট এবং প্রস্থ আট ফুট। ভিতরে ৭৬ বর্গ সেন্টিমিটার জায়গা থাকতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে মাত্র ৩০ সেন্টিমিটার। রোগীকে শোওয়ানো হয় মাত্র সাড়ে পাঁচ ফুটের একটি স্ট্রেচারে। যেখানে বিধি হচ্ছে, কমপক্ষে সাত ফুটের স্ট্রেচার হতে হবে। অ্যাম্বুল্যান্সের যেখানে রোগীকে শোয়ানো হয় সেখানে ন্যূনতম দু'টো জানলাও থাকার কথা। যাতে ভিতরটা হাওয়া বাতাস খেলতে পারে। অথচ, শহরের অধিকাংশ অ্যাম্বুল্যান্সে এই ব্যবস্থা নেই। বাধ্যতামূলক হলেও অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রও থাকে না। এমনকী 'ফার্স্ট-এড কিট', 'কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন' সরঞ্জাম, স্যালাইন লাগানোর ব্যবস্থা, পরিষেবা দিতে সক্ষম কর্মীও থাকে না। স্ট্রেচারে স্লাইডিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ট্রেচার স্লাইডিং করা যায় না। রোগীর সঙ্গে একজন বসার অনুমতি থাকলেও আদতে দু'থেকে তিন জন বসে থাকেন। স্ট্রেচারে রোগীকে আটকে রাখার জন্য ন্যূনতম তিনটে বেল্ট থাকতে হয়। অসুস্থ রোগীর মাথা যাতে অস্বাভাবিক নড়াচড়া না করে সেজন্য থাকার কথা বিশেষ 'ব্যাক-রেস্ট' ও 'হেড-রিস্ট্রেন্ট'। বাস্তবে এসবের কোনও ব্যবস্থাই থাকে না। এতো কিছু অবশ্যম্ভাবী বিপদকে সঙ্গে নিয়ে শহরের অ্যাম্বুল্যান্সগুলি দিনরাত শহরের বিপদ উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত আছে।

সোনারপুরে সিভিক পুলিশদের ক্ষোভ ওসি'র বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: ২০ দিনের বদলে ডিউটি কমিয়ে ১০ দিন করে দেওয়াতে সিভিক পুলিশদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন সোনারপুর থানার সদ্য আগত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিল রায়। এই থানায় ৩৯৩ জন সিভিক পুলিশ কর্তব্যরত রয়েছেন। প্রত্যেকদিন এঁরা পান ১৪১ টাকা ৮২ পয়সা করে। ক্ষুব্ধ পুলিশ কর্মীদের বক্তব্য, জেলায় প্রত্যেকটি থানাতেই ২০ দিনের কাজ পান সিভিক পুলিশেরা। এর আগের থানা আধিকারিক শ্রী ব্যানার্জিও ২০ দিন করেই তাঁদের ডিউটি দিতেন। এখন মাসে ১০ দিন ডিউটি পেলে বাকী ২০ দিন তাঁরা কোথায় কাজ করবেন। এই বিষয় নিয়ে ক্ষুব্ধ কর্মীদের একটি দলের আহ্বানে সোনারপুর (দক্ষিণ)-এর বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগী নেতৃবৃন্দ থানায় আসেন। কিন্তু আধিকারিক অনিল রায় জানান, তিনি আইন যা বোঝেন সেই অনুযায়ী কাজ করছেন। এ প্রসঙ্গে সিভিক পুলিশ কর্মীদের বক্তব্য, অন্য থানায় কীভাবে ২০ দিনের ডিউটি চলছে। কুলপি থানার আইসি পার্থসারথি ঘোষ জানিয়েছেন, ওখানে মাসে ২০ দিন করেই কাজ দেওয়া হচ্ছে। ২০ দিনের ডিউটিকে সমর্থন জানিয়েছেন গোসাবা থানার আধিকারিকও।

ক্ষুব্ধ পুলিশ কর্মীদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার যেখানে বেকারি নিবারণের জন্য কাজের ব্যবস্থা করেছেন তাহলে এই থানায় কেন ব্যতিক্রম হচ্ছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ৫ এপ্রিল-১১ এপ্রিল, ২০১৪

'ভাষাসন্ত্রাস' সশস্ত্র সন্ত্রাস হতে পারে

ভাষাসন্ত্রাসে কেউ পিছিয়ে নেই। রুচি-সুরুচির ঊর্ধ্বে ডান-বাম সকলেই। সারা ভারতকে বাদ দিলে পশ্চিমবাংলার যে সংস্কৃতি কৃষ্টির কথা আমরা বলে থাকি, গর্ব করি তা আজ অতীত। আনিসুর, জ্যোতিষীরা আজ বাংলার ভোট রাজনীতিতে যে কদর্য ভাষা প্রয়োগ করছেন তা নিন্দনীয়। শাসক-বিরোধী সবাই সবাই কে টেক্কা দিতে প্রস্তুত। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 'দুষ্ট ছেলেদের দুষ্টুমি' নিয়ে যা বলেছেন তা রাজ্যে উত্তেজনা ছড়াতে যথেষ্ট। নানাস্তরে বিভিন্ন জায়গায় যে নারী নির্যাতনের হিড়িক পড়েছে বেশ কয়েকমাস ধরে তা আশঙ্কাজনক। চিন্তার আরো বিষয় যে নারী নির্যাতনকারীরা আজ প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পার্কস্ট্রিট কাণ্ড থেকে বারাসত সর্বত্রই 'দুষ্ট' ছেলেদের উৎপাত। জাদুকর পি.সি. সরকার উত্তেজনায় এ সম্পর্কে মন্তব্য করে নির্বাচন কমিশনের রোষের শিকার হয়েছেন।

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা কোনও কোনও ক্ষেত্রে এতটাই দুর্বল যে দুষ্কৃতীরা মাথাচাড়া দেবার সুযোগ পাচ্ছেন। দুষ্কৃতীদের কোনও রাজনৈতিক রঙ হয় না দল হয় না কিন্তু অন্যায় হয়। হাজার হাজার ভোটকর্মী চাকরি রক্ষার খাতিরে বাধ্য হন ভোট গ্রহণ করতে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচকমণ্ডলীকে নিয়ে যতটা ভাবিত ভোট কর্মীদের সুযোগসুবিধা নিয়ে এতটা চিন্তিত নন। ভোট কর্মীর মৃত্যু হলে টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করে দেবার ব্যবস্থা আছে। সারারাত জেগে পরের দিন ভোটগ্রহণ করতে হয় ভোটকর্মীদের। ভোটের দিন প্রায় কার্যত অভুক্ত থাকতে হয় হাজার হাজার ভোটকর্মীকে। মধ্যাহ্ন ভোজন দুরাশা, পার্টি কর্মীরা অনেক সময় খাবারের ব্যবস্থা করলেও বহু ভোটকর্মী সে খাদ্য গ্রহণ করতে রাজি হন না। নির্বাচন কমিশন থেকে দুপুরে খাবার সরবরাহ করার কোনও ব্যবস্থা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই ভোটগ্রহণ কর্মীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত থাকেন। রাজনৈতিক কর্মীরা এই সুযোগ অনেক সময় নিয়ে থাকেন। ভাষাসন্ত্রাস থেকে প্রকৃত সশস্ত্র সন্ত্রাস শুরু হলে ভোটগ্রহণ কর্মীরা তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না। গণতন্ত্রের চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রহসনে পরিণত হবে। অবিলম্বে সমস্ত রকম সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে।

অমৃতকথা

২০৭। সন্ন্যাসী বললেন, 'যদি এমন দেখ তা হলে তাঁরা তোমার নিজের বটে, কিন্তু সত্য কথা তোমার জন্যে নিজের প্রাণ দিতে পারে, এ কথা কখনও বিশ্বাস করো না। সত্য মিথ্যা একদিন পরীক্ষা করে দেখ। আজ বাড়ি গিয়ে মিছিমিছি বেদনায় অস্থির হয়ে চেঁচাতে থেকো, আর আমি গিয়ে তোমায় তামাসা দেখাব।' ব্রাহ্মণ তাই করলে, কতো ডাক্তার, কবিরাজ এলো, কিন্তু কিছুতেই তার বেদনা আর কমে না। মা হা হুতাশ করছে, স্ত্রী ছেলেরা কাঁদছে, এমন সময় সন্ন্যাসী গিয়ে উপস্থিত। সন্ন্যাসী বললেন, 'এর ব্যামো বড় শক্ত, কোনও মতে রক্ষা পাবার উপায় দেখি না, তবে যদি এর জন্য আর কেউ আপনার প্রাণ দিতে পারে, তা হলে এ যাত্রা রক্ষা পায়। সকলেই আশ্চর্য হল। সন্ন্যাসী তার বুড়ি মাকে ডেকে বললেন, 'মা এ বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলে হারিয়ে তোর বেঁচে থাকা আর না থাকা সমান, তা তুই এর বদলে যদি আপনার প্রাণ দিতে পারিস।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

সিপিআই(এম)-এর এখন হচ্ছে বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

একবার একটা ঘরোয়া আলোচনা সভায় সিপিআই(এম)-এর জনৈক প্রথম সারির নেতা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আমরা যখন দুধ (ঘুষ) খাই তখন কেউ বুঝতে পারে না। তার কারণ হল, আমরা দুধ খাই 'স্ট্র' দিয়ে। আর কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেসেরা নেতারা দুধ খায় চুমুক দিয়ে। যার জন্য তাদের গালে, মুখে লেগে থাকা দুধের চিহ্ন দেখে বোঝা যায় তারা কি করেছে। এতদিন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় থাকার সময় সিপিআই(এম) কবে, কোথায় কি শুদ্ধিকরণ করেছে তার খবর পাওয়া যায়নি। তখনও নাকি তাদের কন্ট্রোল কমিশন ক্যাডারদের শুদ্ধিকরণে নিবিড়ভাবে কাজ করত! কিন্তু যেই তারা শাসন ক্ষমতা থেকে ক্ষমতাচ্যুত হল, তখনই বেরিয়ে পড়ল দাঁত-নখ বের করা আসল চেহারা।

হলদিয়ায় তিনবারের সাংসদ লক্ষণ শেঠের একসময় কতটা দাপট দিল তা নতুন করে বলার কোনও প্রয়োজন নেই। সেই সময় একটা কথা চালু ছিল, হলদিয়ার ব্যবসা করতে হলে 'লক্ষণ ট্যাক্স' দিতেই হবে। লক্ষণ শেঠের বাইক বাহিনীর দাপটের কথা সর্বজনবিদিত। প্রশ্ন হচ্ছে, তখন কোটি কোটি আয় করা 'ট্যাক্স'-এর টাকা কারা ভোগ করত? কেন তখন দল লক্ষণ শেঠকে এধরনের আচরণ থেকে বিরত করেনি। আজ কেন তাঁকে দোষারোপ করা হচ্ছে।

কেউ কেউ বলছেন, হলদিয়ায় তো অনেক উন্নয়ন হয়েছে? তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা, সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু লক্ষণ শেঠের মাধ্যমে দল আর্থিকভাবে যেরকম লাভবান হয়েছে, সেই জন্যই কি তারা এতদিন চুপ করেছিল। তুলনা করলে দেখা যাবে, রেজ্জাক মোল্লার চেয়ে সিপিআই(এম) লক্ষণ শেঠকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। শেষদিন পর্যন্ত চেষ্টা করেছে, তিনি যাতে দলের সদস্যপদ নবীকরণ করেন। কিন্তু লক্ষণ শেঠ বুঝতে পেরেছেন, দল তাঁর দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ায়নি, দাঁড়াবেও না। এমন আচরণ অতীতে সিপিআই(এম) অনেকের সঙ্গেই করেছে। তাই দলের পাতা ফাঁদে তিনি আর পা দেননি।

দীর্ঘদিন ধরে দল সুভাষ চক্রবর্তীর মতো নেতাকে যেভাবে অপমানিত অসম্মানিত হতে হয়েছে তা ভাবলেও অবাক লাগে। সিপিআই(এম) দলের জন্য কি না

করেছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী। অথচ অনেকদিন পরে, বলা ভাল তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে দল তাঁকে রাজ্য কমিটিতে ঠাঁই দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, রাজনীতিতে জুনিয়র অনেককেই দলের রাজ্য কমিটি, এমনকী সর্বোচ্চ পদে জায়গা করে দিয়েছে। আজ প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, দলে জ্যোতি বসু, সুভাষ চক্রবর্তীদের মতো নেতাদের কতটা প্রয়োজন ছিল।

রেজ্জাক মোল্লার মতো সিনিয়র পার্টি সদস্যকে সিপিআই(এম) যেভাবে দিনের পর দিন উপেক্ষা করেছে, তাও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ ছাড়া অন্য কোনওভাবে চিহ্নিত হতে পারে না। সংখ্যালঘুদের ভোট কতটা প্রয়োজন, একথা জেনেও দলের প্রথম সারির নেতা বলছেন, রেজ্জাক মোল্লা কিংবা লক্ষণ শেঠের বিতাড়ন নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে না।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের আগে সইফুদ্দিন চৌধুরী, সমীর পুতুতুণ্ডরা সিপিআই(এম) দল চেড়ে চলে গেলেও সাধারণ মানুষদের মনে তেমনভাবে দাগ কাটতে পারেননি। কিন্তু নন্দীগ্রাম গণহত্যা কাণ্ডে পুলিশ ও দলের ক্যাডারদের যৌথ ষড়যন্ত্রের গোপন বিষয় যদি লক্ষণ শেঠ ফাঁস করে দেন, তাহলেও কি নির্বাচনে তার কোনও প্রতিফলন ঘটবে না!

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তিন মাস আগে বলেছিলেন, ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে নিহত চোদ্দ জনের মধ্যে পুলিশের গুলিতে আট জন নিহত হয়েছিলেন। তাহলে বাকি ছ'জন সেদিন কাদের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

অপারেশন সূর্যোদয়ের ক্ষেত্রে মহাকরণ থেকে নির্দেশ গিয়েছিল, তেখালি সেতু থেকে পুলিশ পিকেট তুলে নেওয়ার জন্য। এসবের অনেক গোপন তথ্য আজও সাধারণ মানুষের অজানা। সেগুলি যদি লক্ষণ শেঠদের মতো বিদ্রোহীরা জনসমক্ষে ফাঁস করে দেন, তাহলে কি সিপিআই(এম)-এর আরও ভরাডুবি হবে না? কথায় আছে, বিনাশকাল যখন ত্বরান্বিত হতে থাকে তখন বুদ্ধিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এখন সিপিআই(এম)-এর সেই অবস্থাই হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, পচন ধরা এই দলের আরও ভাঙন ধরবে। এবং তার জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। দাম্ভিক, অন্তঃসারশূন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বুঝতে পারছেন না, তাঁর আশেপাশে এখন পাঁচজন লোকও নেই। বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্রদের মতো হাতে গোনা কয়েকজন নিয়ে তাঁর অবস্থা এখন কুম্ভের মতো। একা একাই রক্ষা করবেন নকল বুঁদির গড়।

অনেক গোপন তথ্য আজও সাধারণ মানুষের অজানা। সেগুলি যদি লক্ষণ শেঠদের মতো বিদ্রোহীরা জনসমক্ষে ফাঁস করে দেন, তাহলে কি সিপিআই(এম)-এর আরও ভরাডুবি হবে না?

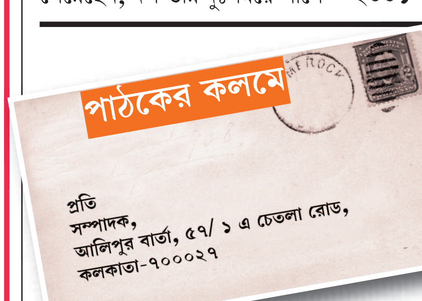

ভোট প্রার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হোক

সামান্য একটা সরকারি চাকুরি কি মাস্টারির চাকুরি পেতে হলে পরীক্ষা দিতে হয়। ভোট প্রার্থীর বেলায় তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয় না কেন? নির্বাচনে জিতলে সরকারি রাজকোষ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা মহাসমাদরে লুটে পুটে চেটে খায়। কেউ তাদেরকে তাদের কাজ সম্পর্কে দেখভাল না করেই অকাতরে অর্থের যোগান দিতে হয়। এইভাবে শুধু নেতাদের পুষতেই রাজকোষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এদের গুণাবলী, কার্যাবলী, সাধারণ জ্ঞান এবং যে এলাকায় দাঁড়াচ্ছে তার সীমা, পরিশীমা, ভাষা জ্ঞান, পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে কেন পরীক্ষা নেওয়া হয় না? যারা বিদায়ী আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন প্রতিশ্রুতি মতো কি কি কাজ করেছেন তার পরীক্ষাও নেওয়া দরকার। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা যাচাই না করে যেন মনোনয়ন দেওয়া না হয়। এটা প্রত্যেক ভোটারের মনের কথা ও দাবি।

দুর্গাদাস সরকার, টালিগঞ্জ, কলকাতা-২৬

আপনিই রিপোর্টার

পাঠকেরা আপনাদের অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক উন্নতি-অবনতির খবর ও উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের কথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চল বা ওই সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবেন। যোগাযোগ করুন - ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা- ২৭। ইমেলও করতে পারেন alipur_barta@ yahoo.co.in, alipur-barta1966@ gmail.com আমাদের ফেসবুকেও মেসেজ পাঠাতে পারেন।

কেশপুরে মমতা, দেব ও সন্ধ্যা রায়কে দেখে জনতা উত্তাল

তৃণমূল কংগ্রেসের অভূতপূর্ব নির্বাচনী সমাবেশ হল কেশিয়ারি, গড়বেতা, কেশপুর, ছোট আঙারিয়া। এসব জায়গায়। একসময় মানুষ আসতেই ভয় পেত। তখনও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম হয়নি। কিন্তু সন্ত্রাসের শিরোনামে এই জায়গাগুলি পৌঁছে গিয়েছিল। প্রতিদিন এখানে রক্ত ঝরত। সেই সময় মাঝেমধ্যেই দলের কর্মীদের নিহত বা আহত হওয়ার খবর পেয়ে এখানে ছুটে আসতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে তখন প্রায় কেউ-ই থাকত না। তা সত্ত্বেও তিনি এখানে ছুটে আসতেন। সোমবার সেই কেশপুরেই ঘাটাল কেন্দ্রে প্রার্থী দেব (দীপক অধিকারী), মেদিনীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সন্ধ্যা রায় এবং ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে প্রার্থী ডাঃ সোমেনকে নিয়ে নির্বাচনী সভা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একসময় মমতা বলেছিলেন, কেশপুর সিপিআই(এম)-এর শেষপুর হবে। তা আজ সত্যি হতে চলেছে। সেদিন ওই সভাকে ঘিরে যে উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছে, তা ইদানীংকালে স্থানীয় এলাকার মানুষ স্বপ্নে ও ভাবতে পারেননি। সেদিন দেব ও সন্ধ্যা

রায়কে দু'পাশে রেখে তৃণমল সুপ্রিমো বলেছেন, অনেক হয়েছে আর না। আর ঢুকতে দেব না বন্দুক। সিপিএম কেশপুরকে শেষপুর করেছিল। আমরা কেশপুরকে নতুন করে গড়ব।

সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি নির্বাচনী জনসভা করার কথা ছিল। সেই জন্য একটি হেলিকপ্টারও ভাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু ওড়ার আগেই জানা যায়, সেখান কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এটা টেকনিক্যাল না পলিটিক্যাল প্রবলেম তা পরে দেখা হবে।

কেউ কেউ চান না, আমি মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাই। কিন্তু কথা দিলে আমি কথা রাখি। তাই সব ক'টা জনসভাই করলাম। মনে রাখা প্রয়োজন, চক্রান্ত করে আমায় দমানো যায় না। এক এক জায়গায় তিন ঘণ্টা - চার ঘণ্টা ধরে স্থানীয় মানুষদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু একজনও তাদের জায়গা ছেড়ে নড়েননি। তিনটি সভাতেই নেত্রী বলেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাই দিল্লিকে পথ দেখাবে। তৃণমূল কংগ্রেসেই হবে নির্ণায়ক দল।

মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞ দেব বলেন, জীবনে কোনওদিন ভাবিনি এই মঞ্চে এসে দাঁড়াব। বাবা-জ্যেঠুর সঙ্গে কতবার কেশপুরে এসেছি। এখানকার মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস হচ্ছে না, আজ আমি আপনাদের প্রার্থী। এরপর নতজানু হয়ে প্রণাম জানালেন জনতার উদ্দেশে। তিনি আরও বলেন, শিখতে এসেছি। আপনাদের কাছে শিখব। দিদির কাছ থেকেও শিখছি। আমাকে জেতান। কথা দিচ্ছি, বাংলার হয়ে কাজ করব।

প্রার্থীদের আরও সংযত হতে বলল রাজ্য বিজেপি

বুধবার ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের 'ফেস টু ফেস' অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি'র সভাপতি রাহুল সিনহা বলেন, আমরা দলের সব প্রার্থীকে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছি। সম্প্রতি বারাসতের বিজেপি প্রার্থী পি.সি. সরকারের অশালীন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে যায়। তাই এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রী সিনহা বলেন, তারকা প্রার্থী বা সাধারণ প্রার্থী বলে নয়, প্রত্যেকেই শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। তিনি আরও বলেন, এধরনের মন্তব্য অস্বস্তিকর। তবে তার জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়নি।

রাহুল সিনহা — ছবি: অভিমন্যু দাস

এক প্রশ্নের উত্তরে রাহুল সিনহা বলেন, আমরা কোনও অবস্থাতেই বাংলা ভাগ হতে দেব না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন বারবার বাংলা ভাগের কথা বলছেন জানি না। ভিড়ে ঠাসা অনুষ্ঠানের শুরুতে রাহুল সিনহা বলেন, যেদিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন এ রাজ্যে বিজেপি'র প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন থেকেই তিনি আমাদের সরাসরি বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এবারের লোকসভা নির্বাচনে আমরা একটা নয়, অনেকগুলি আসন পাব।

তিনি বলেন, এই নির্বাচন আসলে আগামী ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মহড়া। তাঁর ধারণা, এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩০০ টির বেশি আসন পাবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতি ও আলিপুর বার্তার উপদেষ্টা হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রান্তিক সেন।

পাড়ুই মামলায় আদালতের ধমক

পাড়ুইয়ের সাগর ঘোষ হত্যা মামলায় তদন্ত সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেলের ওপরে অনাস্থা প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি রাজ্যের ডিজি আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁকে বিশেষ তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। এই চিঠি পড়ে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ক্ষুব্ধভাবে মন্তব্য করেন, তদন্তে ডিজি যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ভয় পাচ্ছেন। ডিজি তদন্তের ভিডিও ফুটেজও দেখতে পারেননি। এর থেকে বোঝা যায় এই ডিজি একেবারেই অযোগ্য। তিনি কাজ করতেই জানেন না। এই বিষয়ে সরকারি আইনজীবীদের আবেদনের ভিত্তিতে বিশেষ তদন্তকারী দলকে আগামী সপ্তাহে আর এক দফা রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ওই রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হলে সিবিআইকে দায়িত্ব দিতে পারে আদালত। পুলিশের সামগ্রিক পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ বিচারপতি।

আগাম জামিন নিলেন পি সি সরকার

কমিশনের এফআইআর-এর জেরে গ্রেফতারি এড়াতে আগাম জামিন নিলেন বারাসত কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পি.সি. সরকার (জুনিয়র)। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারাসতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিয়োগ দায়ের করা হয়। শোকজের জবাব দেন জাদুকর। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হয়নি কমিশন। বুধবার সকালে পি.সি. সরকারের বালিগঞ্জের বাড়িতে বৈঠক করেন বিজেপি'র শীর্ষ নেতৃত্ব। সিদ্ধান্ত হয়, আদালতে আত্মসমর্পণ করে আগাম জামিন নেবেন তিনি। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বারাসত আদালতের বিচারক মধুমিতা রায়ের এজলাসে তিনি আত্মসমর্পণ করেন।

বেলা দু'টোর সময় আগাম জামিনের শুনানি শুরু হয়। আদালত তাঁকে তিন হাজার টাকা ব্যক্তিগত বণ্ডে জামিন দেয়। এই মাসের ১৬ তারিখ আবার তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে।

সুশীল পাল হত্যাকাণ্ডের রায় আগামী সপ্তাহে

শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন ডাঃ সুশীল পাল। সবসময় চাইতেন, সব হবু মায়েদের 'নর্মাল ডেলিভারি' হোক। ২ জুলাই, ২০০৪ সাল। কথা হয়েছিল, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি ফিরে আসবেন। কিন্তু রাতেও ফেরেননি। পরের দিন সাঁকরাইলের চাঁপাতলার কাছে সরস্বতী খালে ভেসে উঠে ছিল তাঁর দেহ। এই ঘটনায় ১৩ জন গ্রেফতার হন। চার্জশিট জমা পড়ে ১৮ অক্টোবর। মূল অভিযুক্ত হাওড়া বালির সিপিএম-এর জোনাল সম্পাদক বিশ্বজ্যোতি বসু, তার ঘনিষ্ট বান্ধবী পিয়ালি দাস, ওষুধের দোকানের মালিক সন্তোষ আগরওয়াল। এছাড়াও বালির আরও দুই সিপিএম নেতা জয়ন্ত ঘোষ ও শুভ নারায়ণ ঘোষকে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। প্রবল জনমতের চাপে পড়ে তখন অভিযুক্ত বিশ্বজ্যোতি, জয়ন্ত ও শুভনারায়ণকে দল থেকে বহিষ্কার কার হয়। চার্জশিট সিআইডি জানিয়েছিল, বিশ্বজ্যোতির বান্ধবী পিয়ালি সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সেই বস্থায় ডাঃ পালকে দিয়ে গর্ভপাতের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি রাজি না হওয়ায় অপারেশন থিয়েটারের মধ্যেই তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। চার্জশিট জমার পর হাওড়া জেলা আদালতে দু'বছর মামলার কোনও শুনানি হয়নি। ২০০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যখন মামলা আবার শুরু হয়, তখন সরকারি কৌসুলী বিশ্বজ্যোতির পক্ষে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। শেষপর্যন্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ অজয় গুপ্তসহ মোট ৮৬ জন। অনেকেই আশঙ্কা করেছেন, নির্বাচনের আগে এই মামলার রায় দেওয়া হলে বেকায়দায় পড়বে সিপিএম।

■ *নারদ গায়েন*

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: বৃহস্পতিবার বিকেলে জয়নগর কেন্দ্রের ক্যানিং ২ ব্লকে জীবনতলা থানার মটরদিঘি গ্রামে বিজেপির ক্যানিং ২ ব্লকের যুবমোর্চার ব্লক সভাপতি অর্পন দাস সক্রিয় কর্মী গোরাচাঁদ সর্দার ও স্বপন মণ্ডল একদল যুবকের হাতে আক্রান্ত হয়ে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি হন। অভিযোগ ওই দিন বিকেলে তাঁরা যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তখন একদল তৃণমূল কর্মী সমর্থক তাঁদের আক্রমণ করে আহত করে। গণ্ডগোল দেখে স্থানীয় মানুষেরা ছুটে আসায় আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। বিজেপি যুবমোর্চার জেলা সহ-সভাধিপতি ধনপতি নস্করের অভিযোগ জয়নগর কেন্দ্রে তৃণমূল তাঁদের মোকাবিলা করতে পারবে না ও পরাজয়ের সম্মুখীন হবে বলে হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে।

তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপি'র এই অভিযোগের প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে বিজেপি পরিকল্পিতভাবে অপরাধমূলক ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে। ভোটের মাধ্যমে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।

Alipur Barta: 48 year : Vol No.: 48, Issue No. 24 April 5-11 April, 2014, Page-8

সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবির তালিকা

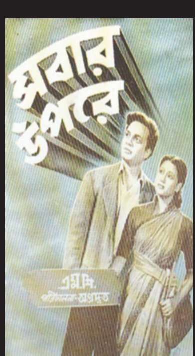

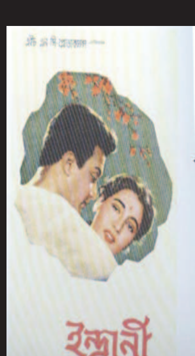

ছবির নাম	পরিচালক	সহ-অভিনেতা
১৯৫৩		
১. সাত নম্বর কয়েদি	সুকুমার দাশগুপ্ত	সমর রায়
২. সাড়ে চুয়াত্তর	নির্মল দে	উত্তমকুমার
৩. কাজরী	নীরেন লাহিড়ী	
৪.ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	দেবকীকুমার বসু	বসন্ত চৌধুরী
১৯৫৪		
৫. এটম্ বম্	তারু মুখোপাধ্যায়	মলিনা দেবী, রবীন মজুমদার, দীপ্তি রায়
৬. ওরা থাকে ওধারে	সুকুমার দাশগুপ্ত	উত্তমকুমার
৭. ঢুলি	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	প্রশান্তকুমার
৮. মরণের পরে	সতীশ দাশগুপ্ত	উত্তমকুমার
৯. সদানন্দের মেলা	সুকুমার দাশগুপ্ত	উত্তমকুমার
১০.অন্নপূর্ণার মন্দির	নরেশ মিত্র	উত্তমকুমার
১১.অগ্নিপরীক্ষা	অগ্রদূত	উত্তমকুমার
১২.গৃহপ্রবেশ	অজয় কর	উত্তমকুমার
১৩.বলয়গ্রাস	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	দীপক মুখার্জি
১৯৫৫		
১৪.সাঁঝের প্রদীপ	সুধাংশু মুখোপাধ্যায়	উত্তমকুমার
১৫.সাজঘর	অজয় কর	বিকাশ রায়
১৬.শাপমোচন	সুধীর মুখোপাধ্যায়	উত্তমকুমার
১৭.মেজ বৌ	দেবনারায়ণ গুপ্ত	বিকাশ রায়
১৮.ভালবাসা	দেবকীকুমার বসু	বিকাশ রায়
১৯. সবার উপরে	অগ্রদূত	উত্তমকুমার
১৯৫৬		
২০. সাগরিকা	অগ্রগামী	উত্তমকুমার
২১.শুভরাত্রি	সুশীল মজুমদার	বসন্ত চৌধুরী
২২.একটি রাত	চিত্ত বসু	উত্তমকুমার
২৩.ত্রিযামা	অগ্রদূত	উত্তমকুমার
২৪.শিল্পী	অগ্রগামী	উত্তমকুমার
২৫.আমার বৌ	খগেন রায়	বিকাশ রায়
১৯৫৭		
২৬.হারানো সুর	অজয় কর	উত্তমকুমার
২৭.চন্দ্রনাথ	কার্তিক চট্টোপাধ্যায়	উত্তমকুমার
২৮. পথে হল দেরী	অগ্রদূত	উত্তমকুমার
২৯.জীবন তৃষ্ণা	অসিত সেন	উত্তমকুমার
১৯৫৮		
৩০.রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত	হরিদাস ভট্টাচার্য	উত্তমকুমার
৩১.ইন্দ্রাণী	নীরেন লাহিড়ী	উত্তমকুমার
৩২. সূর্যতোরণ	অগ্রদূত	উত্তমকুমার,
১৯৫৯		
৩৩.চাওয়া পাওয়া	যাত্রিক	উত্তমকুমার
৩৪.দীপ জ্বেলে যাই	অসিত সেন	বসন্ত চৌধুরী
১৯৬০		
৩৫. হাসপাতাল	সুশীল মজুমদার	অশোককুমার
৩৬.স্মৃতিটুকু থাক	যাত্রিক	বিকাশ রায়
১৯৬১		
৩৭.সপ্তপদী	অজয় কর	উত্তমকুমার
১৯৬২		
৩৮.বিপাশা	অগ্রদূত	উত্তমকুমার
১৯৬৩		
৩৯.সাত পাকে বাঁধা	অজয় কর	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
৪০.উত্তর ফাল্গুনী	অসিত সেন	বিকাশ রায়,
১৯৬৪		
৪১.সন্ধ্যাদীপের শিখা	হরিদাস ভট্টাচার্য	বিকাশ রায়
১৯৬৭		
৪২.গৃহদাহ	সুবোধ মিত্র	উত্তমকুমার
১৯৬৯		
৪৩.কমললতা	হরিসাধন দাশগুপ্ত	উত্তমকুমার
১৯৭০		
৪৪. মেঘ কালো	সুশীল মুখোপাধ্যায়	বসন্ত চৌধুরী
১৯৭১		
৪৫.নবরাগ	বিজয় বসু	উত্তমকুমার
৪৬.ফরিয়াদ	বিজয় বসু	উৎপল দত্ত
১৯৭২		
৪৭.আলো আমার আলো	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	উত্তমকুমার
৪৮. হার মানা হার	সলিল সেন	উত্তমকুমার
১৯৭৪		
৪৯. শ্রাবণসন্ধ্যা	চিত্র সারথী	সমর রায়
৫০.দেবী চৌধুরানী	দীনেন গুপ্ত	রঞ্জিত মল্লিক
১৯৭৫		
৫১.প্রিয় বান্ধবী	হীরেন নাগ	উত্তমকুমার
১৯৭৬		
৫২.দত্তা	অজয় কর	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
১৯৭৮		
৫৩.প্রণয় পাশা	মঙ্গল চক্রবর্তী	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণার মন্দির ছবির প্রচার পুস্তিকায়

হিন্দি ছবি

ছবির নাম	পরিচালক	সহ-অভিনেতা
১৯৫৫		
১. দেবদাস	বিমল কর	দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা রায়
১৯৫৭		
২. মুসাফির	হৃষীকেশ মুখার্জি	শেখর
৩. চম্পাকলি	নন্দলাল কাওয়াস্তলাল	ভারতভূষণ
১৯৬০		
৪. বোম্বাই কা বাবু	রাজ খোসলা	দেবানন্দ, জনি ওয়াকার
৫. সরহদ	শঙ্কর মুখার্জি	দেব আনন্দ
১৯৬৬		
৬. মমতা	অসিত সেন	অশোককুমার, ধর্মেন্দ্র, ডেভিড, জহর রায়
১৯৭৪		
৭. আঁধি	গুলজার	সঞ্জীব কুমার

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

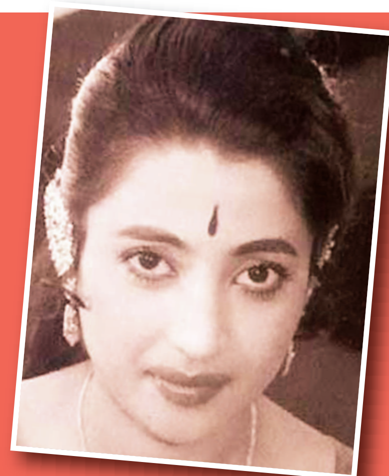

আগামীকাল যুগনায়িকার ৮৩-তম জন্মদিন। তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কিংবদন্তীর অনেক অজানা কাহিনী নিয়ে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রতিবেদন

গত সংখ্যার পর

রাজনীতি নিয়ে কি ওঁর কোনও আগ্রহ ছিল - এ প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিলাম অমিতাভ চৌধুরীর কাছে। অমিতাভবাবু জানান, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী একবার সুচিত্রাকে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু যথারীতি সেই প্রস্তাবও সবিনয়ে প্রত্যাখান করেন তিনি।

১৯৭০-৭১ সাল। রাজনীতির ধারে কাছে ছিলেন না উত্তমকুমারও। কাজের প্রচণ্ড চাপ থাকলেও শরীর সচেতন উত্তমকুমারের প্রাতঃভ্রমণে কোনওদিন ছেদ পড়ত না। ভোর চারটের সময় রেড রোড দিয়ে হাঁটছেন তিনি, সঙ্গে সুপ্রিয়াদেবী। আস্তে আস্তে অন্ধকার সরে গিয়ে ভোরের আলো ফুটছে। এমন সময় কালো রঙের একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি তাদের পাশ দিয়ে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ-ই ব্রেক কষল। তারপর আবার চলতে শুরু করল গাড়িটা। হাঁটতে হাঁটতে তখন ওরা প্রায় মোহনবাগান তাঁবুর কাছে এসে পড়েছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে আর একটা মানুষকে সেখান থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। তখন অন্ধকার পুরোপুরি কেটে না গেলেও মনে হচ্ছিল কোনও মানুষকেই গাড়ি থেকে নামানো হয়েছে। অজানা ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়াদেবী। তারপর কানে এল তিনবার গুলির আওয়াজ। ওঁদের ড্রাইভার গাড়িটা পিছন পিছন নিয়ে আসছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সম্বিত ফিরে আসতেই গাড়িতে উঠে বাড়িতে চলে এলেন দু'জনে। উত্তমকুমারের মুখ তখন ভয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। খালি ভাবছেন, এ কী দেখলাম? কাকে মারল? কেন মারল? সেদিন শ্যুটিং ছিল নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। শ্যুটিংয়ের জন্য উত্তমকুমার স্টুডিওয় চলে গেলেন যথাসময়ে। কিন্তু লাঞ্চব্রেকের পরই ফিরে এলেন বাড়িতে।

৭০-৭১ সলের উত্তাল সময়ে পশ্চিমবাংলায় রাজনীতি তথা সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রায় প্রতিদিনই এখানে সেখানে কেউ না কেউ খুন হচ্ছে। পুলিশ আর বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে খুনোখুনির রাজনীতির বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রায়শই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গা। এই অবস্থায় বন্ধু অসীম সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে মহানায়ক কলকাতা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন মুম্বাইতে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

সুচিত্রা সেনের জীবনের দু'টি দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে, তাঁর অভিনয় জীবন আর একটি হল, তাঁর অন্তরালে থাকার দীর্ঘ সময়। গ্ল্যামারের জগতের চূড়ান্ত পর্বে থাকার সময় তিনি সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র থাকতে পছন্দ করতেন। এনিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকের ভুল বোঝাবুঝি হয়। তিনি কিন্তু নিজের জায়গা থেকে একবিন্দুও সরে আসেনি। অন্যদিকে 'প্রণয়পাশা' ছবিতে অভিনয়ের পরে অন্তরালে চলে যান। তারপর একদিনের জন্যও (একমাত্র ভোটের আইডি কার্ডের ছবি তোলার দিন ছাড়া) জনসমক্ষে আসেননি।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে খুব একটা শান্তি পেয়েছেন, তা হলফ করে বলা যায় না। একসময় নিদারুণ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জনতার সামনে আসেননি। একবার ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানকী বল্লভ পট্টনায়েক তাঁকে ব্ল্যাঙ্ক চেক অফার করে বলেছিলেন, একবারের জন্যও যদি তিনি ওড়িশায় আসেন। শ্রী পট্টনায়েকের সেই আবেদনও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ ইচ্ছা ছিল, একবার সারদা মায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন। সেই স্বপ্ন তাঁর অধরা রয়ে গেল।

অর্থনীতি

শেষবেলায় পরিস্থিতি অনেকটা শুধরে এনেছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ষাট টাকায় পাবেন এখন এক ডলার। এই দাম দেখে খুবই ভাল লাগছে। কারণ, এতদিন ধরে যেভাবে বাড়তে বাড়তে ডলারের দাম ৭০ টাকার কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল তা ছিল দেশের অর্থনীতির পক্ষে খুবই খারাপ। বাণিজ্য ঘাটতিকে সামাল দিতে তখন অস্থির হয়ে উঠেছিল আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার। সোনা আর তেলের দাম ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় মূলত বেড়েই যাচ্ছিল সমস্ত টাকা। তবে অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের তৎপরতায় সোনা আমদানির ওপর কর বাড়িয়ে অনেকটাই কমিয়ে আনা গিয়েছিল সোনার চাহিদাকে। ডলারের চাহিদাকে লাগাম টানা হয়েছে এই সব কিছুর মধ্যে। তলে তলে এই সব কিছুর মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়েছে। আর্থিক বাজারে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলায় বাজার বেশ ফুলেফেঁপে উঠেছে। খবরও ছড়িয়ে যে, ভোট পরবর্তীকালে বিজেপি সমর্থিত স্থায়ী সরকার আসবে। কিন্তু ব্যাপারটা হল ভোটের আগে যে আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলই কিন্তু

আমরা বর্তমানে পাচ্ছি। তাই বিজেপি আসার ব্যাপারটা যেভাবে শেয়ার বাজারের বুদবুদকে বাড়িয়ে চলেছে তা ভোট পরবর্তীকালে ফেটে যাবে কি না সেটাও ভেবে দেখার বিষয়।

তবে এটাও ঠিক, দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের ওপরে যেভাবে দুর্নীতি এবং টাকা নয়ছয়ের দূষণ ছড়িয়ে পড়েছিল শেষ বেলায় এসে কিছুটা হলেও আর্থিক দিক দিয়ে তাকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সুফলটা কতটা ভোট পরবর্তীকালে জারি থাকবে তা অবশ্য নির্ভর করবে পরবর্তী সরকারের গতিবিধির ওপর। মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত টাকা যা বাজারে ঢুকছে (বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে) তা যদি এক নিমিষে বেরিয়ে যায় তবে কিন্তু সমস্ত ভাল থাকার ফানুসটা ফুটো হয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাবে। তাই স্থায়ী সরকার এবং আর্থিক সংস্কারের নামাবলী গায়ে চড়াতে না পারলেও পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীকে কিছুটা হলেও ভুগতে হবে। তবে সরকার আসার পরই সাধারণ মানুষকে ক্ষুণ্ণ করে সর্বাত্মক আর্থিক সংস্কারের দিকে ছুটবে কি না সেটাও ভাবার বিষয়। এখন পর্যন্ত বর্তমান সরকারের না করে যাওয়া অনেক কর্মসূচি যেগুলো দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে পারত সেগুলো শেষ হয়নি। শুধুমাত্র বৃষ্টি হলেই খাদ্য মূল্যবৃদ্ধির হার কমবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। দশ শতাংশের খাদ্য মূল্যবৃদ্ধির হার ক্রমাগত সাধারণ মানুষকে অস্বস্তিতে রেখে ছিল। তার সঙ্গে আধার কার্ডের নামে যে সংস্কার সরকার শুরু করেছিলেন তাতে অনেক মানুষই সেই জটিলতায় পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড় হয়েছে। তাই ভোটের মুখে এসে এই নীতি থেকে সরে আসা বর্তমান সরকার কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে সেটাও বোঝার বিষয়। অনেক নিয়মের জালে জড়িয়ে বর্তমানে যে ফিলগুড ফ্যাক্টরগুলো বর্তমান সরকার তুলে ধরছে, তা কতটা সাধারণ মানুষের কাছে আশার আলো দেখাবে তা অবশ্য আগামী দিনেই পরিষ্কার হবে। তবে শুধু ডলারের দাম কমে যাওয়াই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য না হয়ে মানুষের জীবনধরণের মান উন্নত করার লক্ষ্যে না নামতে পারলে তা অর্থনীতির কচকচানিতেই আটকে থাকবে।

এই সমস্ত টাকা যা বাজারে ঢুকছে তা যদি এক নিমিষে বেরিয়ে যায় তবে কিন্তু সমস্ত ভাল থাকার ফানুসটা ফুটো হয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাবে।

তপোভূমি শান্তি আশ্রমের শ্যামাসঙ্গীতের শ্রদ্ধার্ঘ্য তুমি যে জগৎ কাণ্ডারী

কুনাল মালিক

মায়া অডিও কোম্পানী নিবেদিত তপোভূমি শান্তি আশ্রম প্রযোজিত ভক্তি রসামৃত শ্যামাসঙ্গীতের অ্যালবাম 'তুমি যে জগৎ কাণ্ডারী' কলকাতা প্রেস ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছেন সঙ্গীতশিল্পী কুমার শানু। দেবাশিস চৌধুরীর সঙ্গীত পরিচালনায় ৯ জন শিল্পী গান গেয়েছেন। গানের গীতিকার দেবাশিস চৌধুরী, বিপ্রদাস এবং স্বপ্না ব্যানার্জি। কুমার শানুর গাওয়া দুর থেকে তুই দেখিস মোরে ইন্দ্রাণী সেনের জানি না কোন খুশিতে, শম্পা কুণ্ডুর পাগল আমায় করলি মাগো, অন্বেষা ও দেবাশিস চৌধুরীর দ্বৈত কণ্ঠে গাওয়া তোর কিসের এত অভিমান কিংবা তপন শাস্ত্রীর গাওয়া মা ওই চরণে একটুখানি দিও ঠাঁই এক কথায় অনবদ্য। গান গুলির কথা ও সুর শ্রোতাদের মনে গভীর ভাবে দাগ রেখে যায়। কালী সাধক কিংবা তারামায়ের ভক্তরা বার বার গানগুলি শুনতে চাইবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শ্যামাসঙ্গীতের আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে এই অ্যালবামটি আগামী দিনে বিরাজ করবে বলেই মনে হয়।

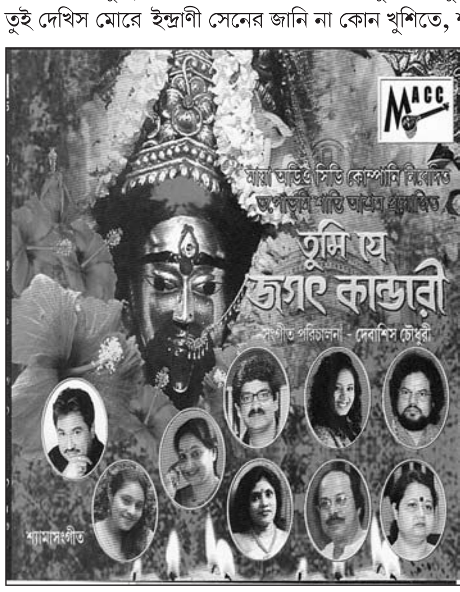

তুমি যে জগৎ কাণ্ডারী
মায়া অডিও, মূল্য - ১১০ টাকা।

একাদশ-দ্বাদশে সেরা ৫টি বিষয়ের পদ্ধতি চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এবারই শেষবারের মতো পুরনো পাঠক্রম এবং পুরাতন প্রশ্ন কাঠামোতে উচ্চমাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশ শেণির ফাইনাল পরীক্ষা হল। তবে এ বছর যেসব পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হবে, তারা পুরনো পাঠক্রমে পরীক্ষা দিতে পারবে আগামী বছর। গত ২৮ মার্চ পরীক্ষার শেষে সাংবাদিক বৈঠকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ড. মহুয়া দাস জানান, ২০১৫ থেকে সর্বমোট ৪টি বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন পাঠক্রম ও নয়া প্রশ্ন কাঠামোয় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিছু বিষয়ের লেখা পরীক্ষার পূর্ণমান ৮০ এবং কিছু বিষয়ের ৭০। সময় কিন্তু ওই আগের মতোই তিন ঘণ্টা ১৫ মিনিট। বাকি ২০ বা ৩০ নম্বর থাকবে 'প্রকল্প খাতা'য়।

ড. দাস আরও জানান, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ৩৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে এবার ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ শ্রেণিতে সেরা পাঁচটি বিষয়ের পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা নিচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। অর্থাৎএকজন পরীক্ষার্থী ছ'টি বিষয়ের মধ্যে দু'টি 'ল্যাংগুয়েজ', তিনটি 'কমপালসরি ইলেকটিভ সাবজেক্ট' এবং একটি 'অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্টে'র যে কোনও সেরা পাঁচটির ভিত্তিতে তার মোট নম্বর যোগ করতে পারবে। তবে ইংরাজি বিষয়ে কমপক্ষে ৩০ নম্বর পেতেই হবে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় একটি চালু করা হবে।

আঃ! কি স্বস্তি

ছবি: কাকলি পাল

গুরুসদয় সংগ্রহশালায় বিয়ের গান এবং নববর্ষের অনুষ্ঠান

দীপক বড়পাণ্ডা

নানা উপলক্ষে গানের আসর বসে, বসে বিয়ে উপলক্ষেও। সেই গান হয় বিয়ের নানা আচারকে কেন্দ্র করে। বরের আগমন, প্রত্যুদগমন, হলুদ মেখে স্নান করা, নববধূর মুখ দর্শন সবকিছুর বর্ণনায় ফুটে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার বিয়ের গানে। ফোকলোর কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে ৩-এ বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে অবস্থিত গুরুসদয় সংগ্রহশালা এবং পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগিতায় আগামী ১৩ এপ্রিল দুপুর ১২টায় গুরুসদয় সংগ্রহশালায় আয়োজন হচ্ছে সেই বিয়ের গানের আসরের। থাকবে আলোচনা এবং বিয়ের গানের অনুষ্ঠান সঙ্গে বিয়ের গানের তথ্যচিত্র।

এছাড়াও গুরুসদয় সংগ্রহশালায় আয়োজন হচ্ছে নানা অনষ্ঠানের। বাংলা নতুন বছরকে অন্যভাবে স্বাগত জানানোর জন্য ১ বৈশাখ গুরুসদয় সংগ্রহশালা আয়োজন করছে একদিনের আলোচনা চক্রের। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিবেকানন্দের

ভাবধারা প্রচারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী। এছাড়া এদিন গুরুসদয় সংগ্রহশালায় উদ্বোধন হবে একটি চিত্রপ্রদর্শনীর। বিষয় রূপসী বাংলা। বর্তমান কালের আধুনিক চিত্রশিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে অংশ নেবেন। এছাড়া এদিন প্রকাশিত হবে গুরুসদয় সংগ্রহশালার বাৎসরিক ক্যালেন্ডার এবং ড. বিজন কুমার লিখিত বই 'গুরুসদয় দত্ত: ব্রতচারী ও সংগ্রহশালা'। সংগ্রহশালার পক্ষ থেকে আগ্রহীদের উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সী মা না ছা ড়ি য়ে

মহাদেবের জটার সন্ধানে গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখের প্রাঙ্গণে

সুজিত চক্রবর্তী

(গত সংখ্যার পর)

গঙ্গোত্রীর পূর্ব দিক খোলা। যতদূর দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে দু'দিকে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি। দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বরফ পাহাড় ভাগীরথী। মেঘেরা যেন ওদের মাথায় জড়িয়ে যাচ্ছে। শুধুই পাহাড়ের মাঝে শুভ্রতার ঢেউ। কাল আমাদের যাত্রা শুরু গোমুখের পথে। ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে। গঙ্গার আদি আর অন্ত। গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর। প্রায় ২৫০০ কি.মি. পথ।

পরদিন সকালে রওনা দিলাম গোমুখের উদ্দেশে। বাসপথের ইতি গঙ্গোত্রীতেই। এবার পথের সাথী নিজের পাদুটি। পৌঁছানো যায় না যদি না উপল বন্ধুর পথ অতিক্রম না করা যায়। এপথে শুধুই চড়াই। একপাশে খাড়া পাহাড়। হোটেলে বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় জিনিস জমা রেখে যাত্রা শুরু হল। গায়ে রয়েছে গরম জামা, কাঁধের ঝোলায় টুকিটাকি জিনিস। রাস্তার অপরপাশে গভীর জঙ্গাল। তারই মধ্য দিয়ে চঞ্চল বালিকার মতো উচ্ছ্বল বেগে গঙ্গা বেয়ে চলেছে। সারাপথটাই সে সঙ্গ দেয়। সামনের দৃশ্যপটে ঝলমল করছে সুদর্শন ও মাতৃপর্বত শিখর। পাহাড়ের কোথাও সবুজে আচ্ছাদিত, কোথাও বা কেবল রুক্ষ ধূসর। পাহাড়ের গা বেয়ে জল পরে পিচ্ছিল করে তুলেছে। ভূজ আর চির গাছের ছায়া ক্রমশ ফুরিয়ে আসে। পথের পাশে ২ কি.মি. দূরে রয়েছে বিখ্যাত ফলহারি বাবার আশ্রম। একসময় ট্রি-লাইন ছাড়িয়ে পৌঁছে যাই বোল্ডারের জগতে। যদিও পায়ে চলার মতো রাস্তা থাকলেও চড়াই পথের কষ্ট যন্ত্রণার শেষেই আছে কাঙ্খিত মন প্রাপ্তির বড় সান্ত্বনা। সাবধানের মার নেই। তাই লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চলা শুরু প্রায় ৯ কি.মি. গিয়ে উপস্থিত হলাম। জনবসতি প্রায় নেই। শুধুমাত্র যাত্রীদের জন্য কয়েকটি ঝুপড়ি। বর্তমানে কিছু দোকান ও ডাকবাংলো এগিয়ে চলা সত্যের সন্ধানে। বিশ্রামের জন্য সময় এখন নয়। সামনে সুন্দরের ইশারা। বেলা বাড়ছে, বাড়ছে হাওয়ার প্রকোপ। তার সঙ্গে কমে যাচ্ছে আমাদের চলার গতি। গেরুয়া রাস্তা, বাঁ-পাশে গেরুয়া পাহাড় মাঝে মাঝে কাঁটার ঝোপ আর ডান দিকে নিচে সরু রুপোর পাতের মতো গঙ্গা বয়ে চলেছে নিজ মর্যাদায়। চিরবাসা থেকেই হারিয়ে গিয়েছে সবুজের চিহ্ন। মাঝে মাঝেই রয়েছে অসংখ্য ল্যান্ডস্লাইড জোন। পথ আর শেষ হয় না। পথের শেষ কোথায় জানা নেই। এগিয়ে চলতেই হবে। কাঁধের ঝোলা, পরনের পশমের জামা যেন মস্ত বোঝা হয়ে উঠছে ক্রমশ। তার সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস হয়ে

উঠল এক নতুন উপদ্রব। নীল আকাশ, গঙ্গা নদীর শব্দ আর কিছুই যেন মনকে উদ্বেল করে তুলতে পারে না। ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে অবশেষে চির বাসা থেকে প্রায় ৭ কি.মি. হেঁটে বিকেল বেলায় পৌঁছে গেলাম ভূজ বাসায়। একসময় এই স্থানে প্রচুর ভূজ গাছ ছিল। এখন আর নেই। একটু আগেই তীব্র রোদ দিনের শেষের সঙ্গে সঙ্গে কমে এসেছে। প্রায় ৪,০০০ মিটার উচ্চতায় ভূজবাসার আকাশ মেঘলা সঙ্গে হিম শীতল হাওয়া। চিরবাসার মতো লোকবসতি নেই এখানে। থাকার জন্য দুটি আস্তানা। লাল বাবার আশ্রম হল আজকের বাসস্থান। দীর্ঘকাল ধরে এ পথে যাত্রীদের থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করে চলেছে এই আশ্রম। লাল বাবা আজ নেই তবে আশ্রম ও আশ্রয় আজও বর্তমান রয়েছে। থাকার ও খাবার খরচ দিতে হয় কুপন কিনে। রাতে কম্বলও পাওয়া যায়। গাড়োয়াল নিগমের বাংলো থাকলেও যাত্রীদের প্রিয় স্থান লাল বাবার আশ্রম। পথ চলা সাধুসন্তদের দেখা মেলে এখানেই। খান্দা পিক দেখা যায় ৩৭৮০ মিটার উঁচু ভূজবাসা থেকেই। ভূজ বাসায় কোনও গাছপালা চোখে পড়ে না। বহু দূর শুধু পাহাড় যেন বিশাল এক পাহাড়ের মাঠ। পড়ন্ত বিকেলের অন্ধকার তাদের দিয়েছে এক অদ্ভুত রহস্য। সন্ধ্যায় আশ্রমের জমজমাট ভজনের আসর শেষে খিচুড়ি মুখে দিলেই যেন মনে হয়, একেই বলে অমৃতের স্বাদ। ভূজ বাসায় একরাত কাটিয়েই পরদিন ভোর না হতেই আবার এগিয়ে চলা। মাত্র ৪ কি.মি। হাঁটলেই পরম আকাঙ্খার গোমুখ দর্শন। এই পথকে রাস্তা বললে কিছু ভুল হয়। আসলে ছোট বড় পাথর ও বোল্ডারে ভর্তি। চুন দিয়ে নিশানা করা আছে। পথ খুবই সংকীর্ণ, থামবার উপায় নেই। থামলেই পা ভারী হয়ে পড়বে। ভূজবাসা থেকে উত্তর-পূর্ব ধরে হাঁটছি, গঙ্গা পাশেই চলেছে। তবে এখন তাতে ভাসছে ছোট বড় বরফের চাঁই। সামনেই চোখের কাছে দৃশ্যমান ছবির মতো শিবলিঙ্গ পর্বত। পথে কেবল চড়াই আর চড়াই। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে পাথুরে মাটি। হাতের স্পাইক লাগানো লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে যাওয়া। অবশেষে গোমুখ গ্লেসিয়ার পয়েন্ট। ভাগীরথীর উৎস মুখ। দূর থেকে দেখতে পাওয়া গেল গোমুখের গুহার মুখ। চলার গতি যেন বেড়ে গেল হঠাৎ। সেই না দেখার, অজানা সৌন্দর্যের দিকে প্রবলতার আকর্ষণ যেন অসীম। কাছে এসে দেখলাম বরফের এক বিশাল গহ্বর থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসছে জলের ধারা। গুহার মুখটা কল্পনা করলে গরুর মুখের মতো। ভেতরটা মিহিজাম অন্ধকার। মাথার ওপর তার ঈষৎ সবুজাভ বরফের প্রাচীর। গুহার মতো সেই উৎসমুখে সারাক্ষণ ভেঙে পড়ছে বরফের চাঁই। কী ভয়ঙ্কর গর্জন ও বেগ। চেয়ে চেয়ে দেখি নির্বাক বিস্ময়ে বসে একটা বড়ো পাথরের ওপর সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর অপ্রকাশ্য জলছবি রূপকে। পথের কোনও কষ্টই আর মনে পড়ে না। ৪,২৫৫ মিটার উঁচুতে গোমুখ। গাড়োয়াল হিমালয়ের বৃহত্তম হিমবাহের স্নাউট (নদীর উৎসমুখ) প্রায় ২৪ কিমি দীর্ঘ ও ৪ কিমি প্রশস্ত এই গ্লেসিয়ার। গোমুখের বাঁ-পাশ ধরে উপর দিকে ৫ কিমি দূরে তপোবন। সবুজ সুন্দর এক সমতল ভূমি। স্নিগ্ধ মনে ভাবতেই ছুটে আসা একরাশ হিমেল হাওয়া জানিয়ে দেয় সময় হয়েছে পিছনে ফেরা।

Alipur Barta : 48 year :Vol No.: 48, Issue No. 24, April 5 -11 April, 2014, Page-12

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ৫ এপ্রিল - ১১ এপ্রিল, ২০১৪

মেষ: অতিরিক্ত চিন্তার ভার বহন করা যাচ্ছে না। কখনও ভাল কখনও মন্দ এভাবেই আপাতত চলবে। সাধারণভাবে অর্থনৈতিক বিপত্তি চললেও কিছু না কিছু শুভ ফল পাওয়া যাবে। নিদ্রা বা কর্মভাবের শৈথিল্য উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ব্যবসায়ে ফল মনের মতো হবে না।

বৃষ: মনের বল ফিরে আসবে, আত্মীয় সমাগম ঘটবে। দেশ ও দশের কাজে কিছুটা শুভ ফল পাবেন। অর্থনৈতিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসায় ক্ষতির যোগ চলবে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যয়ের আধিক্য থাকবে।

মিথুন: নিজের কাজের উপরে যথেষ্ট আস্থা থাকবে। এক এক করে বাধাগুলিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারবেন। ধর্মীয় বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। সুনাম অর্জনের জন্য যে লড়াই করছেন তাতে সাফল্য আসবে। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না।

কর্কট: মনের ইচ্ছাগুলি কার্যকরি পথ দেখাতে পারবে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাভবান হবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ না করাই ভাল। স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে গোলমাল ঘটতে দেখা যাবে। বেকারত্বের বসান হবে না। বরং কর্মস্থান পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সিংহ: শরীর সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। শিরঃপীড়া, রক্তচাপ বৃদ্ধি বা নিম্নাঙ্গের পীড়ায় কষ্ট পাওয়া সম্ভব। নিজের মতের ওপর আস্থা রেখে চলুন ভাল ফল পাবেন। ভাতৃবিরোধের যোগ রয়েছে। ক্রোধকে দমন করতে না পারলে ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

কন্যা: অগ্নিভয় ও প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির যোগ বিদ্যমান। শরীরের ওপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হবে। হঠাৎ কোনও দৈব দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন। আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে অত্যন্তত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। আত্মীয় বিরোধের যোগ লক্ষিত হয়।

তুলা: সরল মনে কাজ করতে গিয়ে বিপদের মধ্যে পড়তে পারেন। সফল কর্মও বিফলে পরিণত হতে পারে। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বিদ্রোহের কারকতা রয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। নতুন ব্যবসা করতে যাবেন না। প্রাপ্য অর্থ এখনও পাওয়া যাবে না। গোলমাল হতে পারে।

বৃশ্চিক: শিক্ষা সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন না। ব্যবসায় আংশিক লাভযোগ দেখা যায়। ব্যয়ের প্রাধান্য থাকায় সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রবল বাধা আসতে দেখা যাবে। ডান হাতে বা পায়ে আঘাত লাগতে পারে। শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা চালাবে। সংযমী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলা দরকার।

ধনু: এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক অন্তরায় সৃষ্টি হবে। যারা আগে সাহায্য করবেন বলেছিলেন তারা এখন পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধা থাকবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। ব্যবসায় স্থিতাবস্থা চলতে থাকবে। বেকারত্বের অবসানের সম্ভাবনা আছে।

মকর: জটিল পরিস্থিতিগুলিকে কাটিয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করে যাবেন। এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রটি ক্রমান্বয়ে বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়াবে। সত্য কথা বলতে দ্বিধা করবেন না। কারণে অকারণে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করে যাবে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কীয় বিষয়ে জটিলতা থাকবে।

কুম্ভ: মনের উৎসাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা বা ভ্রমণের ইচ্ছা প্রবলভাবে দেখা যাবে। লেখাপড়ায় শুভ ফল পাবেন। উচ্চ আদর্শে সাফল্য লাভ করবেন। নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। শত্রুরা সামান্য হলেও ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

মীন: অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটবে। ক্রোধ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। দেশ ও দশের কাজে সুনাম পাবেন। শিক্ষা সম্পর্কে শুভযোগ রয়েছে। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে বাধা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

যুগ সাগ্নিক

সম্পাদক - প্রদীপ গুপ্ত

২/৫৬-এ, নেতাজী নগর,

কলকাতা - ৭০০০৯২

মোবাইল - ৯০৫১৪৭১০৭৫

প্রথম বছরেই পাঠককূলের সমাদর পেয়েছে।
লেখক-পাঠক হিসেবে যুক্ত হন।

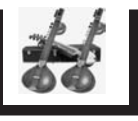

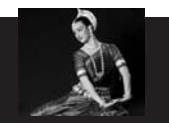

মাঙ্গলিকী

যুগসাগ্নিকের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম বছরেই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সাহিত্য পত্রিকাটি বাংলার লেখক-পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে, সেই পত্রিকাটির নাম 'যুগ সাগ্নিক'। পত্রিকার প্রতিটি অনুষ্ঠানেই লিটল ম্যাগাজিন জগতের বহু লেখক পাঠকের উপস্থিতি তাই সকলের দৃষ্টি কাড়ে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি হয় নেতাজী নগরে সরকার ভিলায়। আসরে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতের শতাধিক লেখক-পাঠক যোগদান করেন। প্রথমে সদ্য প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে'র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি বাবলু ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী সঙ্গীত (শ্যামাসঙ্গীত) পরিবেশন করেন দেবযানী সমাদ্দার। ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, উত্তর কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ যুবক, উত্তর কলকাতার বিখ্যাত রক আড্ডারই এক সদস্য ও গান পাগল যুবক প্রবোধ চন্দ্র দে একদিন কেমনভাবে ভারত খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে হয়ে উঠলেন, তা সুন্দরভাব সকল শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর অধ্যক্ষ মননেরই সমৃদ্ধ ভাষণের মাধ্যমে। এদিন পরে অনেক কবিই শ্রদ্ধা জানালেন শাশ্বত মানা দেকে তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে।

এই পর্বে নবকুমারের কণ্ঠে মান্না দের সেই গান, 'আমি যে জলসা ঘরে' সকলের বুকে যেন কান্নার মতনই বেজে উঠল... অনুষ্ঠানের একেবারে গোড়ায় অবশ্য ছিল যুগ সাগ্নিকের সম্পাদক, কবি ও সুবক্তা প্রদীপ গুপ্তের সংক্ষিপ্ত অথচ উষ্ণ স্বাগত ভাষণ।

এদিন আসরকে যাঁরা স্বরচিত কবিতা পাঠে উজ্জ্বল করলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি বিধান সাহা, আরতি দে, নিতাই মৃধা, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, বাবলু ভট্টাচার্য, প্রদীপ গুপ্ত প্রমুখ। 'তারুণ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রদীপ গুপ্তের একটি অনবদ্য কবিতা পাঠের মাধ্যমে কবিকে অভিনন্দন জানালেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন যাঁরা গানে গানে আসরকে আরও উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন মৈত্রেয়ী বসু, সুশান্ত কুমার দে, নমিতা দাস প্রমুখ। অনবদ্য হৃদয়স্পর্শী অনু গল্প শুনিয়েছেন সাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল। সুবক্তা বরুণ চক্রবর্তী তাঁর ঋদ্ধ ভাষণে শাশ্বত মান্না দেকে সকলের ভাবনায় আরও একবার উজ্জ্বল করলেন। ব্যতিক্রমী পাঠ ছিল কবি চিত্রশিল্পী সুব্রত ভদ্র'র।

এদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা বেঙ্গলী ক্লাবের তরফে স্মারক মানপত্র যাঁদেরকে প্রদান করা হল তাঁরা হলেন বাবলু ভট্টাচার্য, দেবযানী সমাদ্দার ও প্রদীপ গুপ্ত।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা : আনন্দ দিশারী

অরূপ রতন

গ্রন্থ সন্ধানী: উক্ত পত্রিকার শারদীয় ১৪২০ সংখ্যাটি আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। প্রচ্ছদে শিশু সন্তান কোলে শাশ্বত জননীর রঙীন চিত্রঙ্কন অনবদ্য। শিল্পী অনুপ ভৌমিক। ভিতরের পাতাতেও কিছু চিত্তাকর্ষক সাদা-কালো স্কেচ আছে। সম্পাদকীয়র বিষয়বস্তু হল শক্তিরূপা মা দুর্গারই বন্দনা। এটি একটি মননশীল অনু নিবন্ধ।

সেরা গল্প হল রানাজী বসুর ছোট গল্প 'আজও মনে পড়ে'। শ্রী বসুর গল্পটি এই কারণেই পাঠকের মন ছোঁয়।

এরপর গল্প হিসেবে উল্লেখ করতে হয় দেবপ্রিয়দের রম্যরচনা 'চোদ্দ বা চতুর্দশ কাহিনী'। রচনাটি শুরু হয়েছে গুরু গম্ভীরভাবে। তারপর যত এগিয়েছে ততই গল্পটি জমে উঠেছে কৌতুকরসের ফল্গু ধারায়! অন্যদিক দিয়েও লেখাটির বিশেষ মূল্য আছে, '১৪ সংখ্যাটির বিবিধ গুরুত্বের কথা জানা যায় দেবপ্রিয়দের গল্পটি পড়লে।

এরপর উল্লেখ করতে হয় ঐতিহাসিক চরিত্র, প্রতিবাদী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে নিয়ে শম্ভুনাথ দত্ত'র পরিশ্রমী নিবন্ধটির কথা, যেটির নাম 'নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র'।

এটি পড়লে আরও জানা যায় তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বহু রাজনীতি সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। আর একটি নিবন্ধ হল 'বিভিন্ন লেখকের চিন্তাধারায় সূর্য্য' যেটি লিখেছেন রেখা চক্রবর্তী। সংস্কৃত শ্লোক সঙ্কলিত সূর্য বন্দনামূলক এই নিবন্ধটি পড়তে ভালই লাগে। নিবন্ধটিতে কবি হেমচন্দ্র, কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের সূর্য প্রশস্তিসূচক কবিতার অংশ বিশেষও উল্লেখিত হয়েছে। ফলে নিবন্ধটি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য নিরন্ধ হল প্রশান্ত কুমার বাগলের রচনা 'বর্তমান সমাজ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ'।

পূর্ণেন্দু বসুর একটি নাটিকাও উল্লেখের দাবি রাখে। নাটকাটির নাম 'ঘুঘুডাঙ্গা মুস্কিল আসান সমিতি'। এটি একটি কৌতুকপূর্ণ নাটিকা। পত্রিকায় বহু কবিতার মধ্যে কয়েকটি কবিতা উপভোগ্য।

সব শেষে বলি, প্রদীপ নিয়োগী তাঁর 'ডাইনি' গল্পে লিখেছেন, 'কোকিলের বাসায় কাকে ডিম পাড়ে' - কথাটা কি ঠিক?...

২৬ বছরে পা দেওয়া 'আনন্দ দিশারী'র জন্য রইল আমাদের শুভেচ্ছা।

সম্পাদিকা: প্রতিমা চক্রবর্তী
৪৪-১ নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী সরণী
(৪৪, জগদীশ বসু রোড)
পো: নব বারাকপুর,
জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা,
পিন: ৭০০১৩১

নবমিতালির ৫৮তম বার্ষিকী উৎসব

সুজিত চৌধুরী: উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে নবমিতালি সবপেয়েছির আসর সম্প্রতি চার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে ৫৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব পালন করল স্বপনবুড়ো মঞ্চে। প্রথম দিন বর্ণাঢ্য সভাযাত্রার পর রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে আসরের ভাইবোনেদের ক্রীড়া প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যন অসিত কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন সংঘমিত্র সব্যসাচী চৌধুরী, আসরের আহ্বায়ক সনৎ ভট্টাচার্য, সহ-সম্পাদক সোমনাথ বসু। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল তিন প্রজন্মের ধারা, বুদ্ধুভুতুম এবং নৃত্যনাট্য তাসের দেশ।

এছাড়া উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায়ের দুষ্টু বাঘের ভূমিকায় মনসিজ ভট্টাচার্য এবং শেয়াল শান্তনু নাথ ও অবাক জলপানে পথিক অভিজিৎ মর্দন, ঝুড়িওয়ালা রূপম মাঝী সুন্দর অভিনয় করেছে। 'গুগাবাবা'তে গুপী শান্তনু দাস ও বাঘা সায়ন ধর অভিনয় এবং বুদ্ধুভুতুমের পরিচালনা করে প্রশংসা কুড়িয়ে নেন দেবদ্যুতি ভট্টাচার্য। নবমিতালি ও মিতালি নৃত্যগোষ্ঠী আয়োজিত তাসের দেশে নজর কাড়েন রাজপুত্র দিশারী ঘোষ ও সওদাগর পুত্রের ভূমিকায় সরোজয়ী রায়চৌধুরী। রাজা প্রতিমা মণ্ডল, রানী অনুষ্মিতা মণ্ডল, রুইতন শিবাশিস বিশ্বাস ও হরতনীর ভূমিকায় নৃত্য পরিচালক দেবদ্যুতি ভট্টাচার্য অনবদ্য অভিনয় করেন। দেবাশিস ভট্টাচার্যের রূপসজ্জা প্রতিটি নাটকেই ছিল অনবদ্য। বারাসত সবপেয়েছির আসরের নৃত্যনাট্য ঋতুরঙ্গ, মনসিজ ভট্টাচার্যের একক নৃত্য এছাড়া গীতিআলেখ্য ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলল।

আপনি কি কোনও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন? প্রতি মাসে কোন কোন ম্যাগাজিন প্রকাশ হল। তাতে কি থাকছে। অথবা নতুন কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন? এই বিষয়ে মাঙ্গলিকী বিভাগে আলোকপাত করতে চাইলে বা স্বল্প খরচে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ করুনঃ
অরুণ ব্যানার্জী ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪
কুণাল মালিক ৯৮৩০৮৫৪০৮৯।

দোলযাত্রা উৎসব

হীরালাল চন্দ্র: গত ১৬ মার্চ, মধ্য কলকাতার ডব্লিউ সি. ব্যানার্জি স্ট্রিটে কর্মাধ্যক্ষ তপন গোস্বামীর সুষ্ঠু পরিচালনায় চৈতালি সন্ধ্যায় বসন্ত উৎসবের আবহে ভগবান শ্রীশ্রী কৃষ্ণের দোলযাত্রা, বসন্তোৎসব এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মতিথি মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি ছিলেন ছবি গোস্বামী। আনন্দ পূর্ণ অথচ পবিত্র পরিবেশে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুনন্দা ঘোষ। খোল বাজান নিধিরাম পোলুই।

আবার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি: চন্দ্রশেখর ঘোষের 'বন্ধন' গ্রুপকে ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ চালানোর অনুমতি দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। গত ১২ বছরে এই ধরনের ঘটনার কোনও নজির নেই।

চন্দ্রশেখর ঘোষ ২০১২ সালে পারিবারিক ব্যবসা ছেড়ে মাত্র তিন জন সহকর্মীকে নিয়ে হাওড়ায় তাঁর নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন। এখন তাঁর প্রতিষ্ঠানের ২০০০টি শাখা রয়েছে। যেখানে প্রায় ১৩ হাজার জন কাজ করেন। এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের ক্লায়েন্ট'র সংখ্যা ৫৪ লক্ষ। ইতিমধ্যেই বন্ধন একটি বেসরকরি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে শ্রী ঘোষ জানিয়েছেন, আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে বসে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করব। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে, গ্রামীণ এলাকায় আমাদের যে সব গ্রাহক আছে তাদের ব্যাঙ্কিং সহায়তা প্রদান করব। এছাড়াও গত ১৩ বছর এই জগতে কাজ করার সময় যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেগুলিকেও যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য সচেষ্ট হব।

আমাদের লক্ষ্য থাকবে, যাতে গ্রাহকেরা অনেক বেশিমাত্রায় অর্থ এখানে জমা করতে পারেন এবং তাদের অনেক ধরনের সহায়তা

চন্দ্রশেখর ঘোষ

দেওয়া যায়। আমরা চেষ্টা করব, নতুন নতুন ক্ষেত্রে আমাদের পরিষেবা ছড়িয়ে দিতে। আমাদের প্রায় ৭০ শতাংশ গ্রাহক থাকেন উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে। শুধুমাত্র লাভের প্রত্যাশা না করেও আমরা চেষ্টা করব এই ব্যবস্থা যেন ফলদায়ক প্রচেষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কেউ কেউ বলেছেন, অতীতে অনেককে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে, অকর্মণ্যতার জন্য তাদের ব্যাঙ্ককে অন্য কোনও ব্যাঙ্কিং সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার উত্তর হল, বিগত ১৩ বছর ধীরে আমরা মাইক্রোফিনান্স নিয়ে ব্যবসা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সেই সুবাদে আমাদের কর্মীরা এই কাজে যথেষ্ট দক্ষ। তাই নতুন ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় আমাদের সাফল্য নিয়ে কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই।

এ কোন সংকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি: নির্বাচন কমিশন ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মা'কে নির্বাচনে বুথমুখী করতে এক অভিনব সংকল্পপত্র ছাপিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন। সংকল্পপত্রটি যে নির্বাচন কমিশনের তা বোঝার কোনও উপায় নেই। কারা ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই সংকল্পপত্রটি পাঠিয়েছেন তা ছাপা হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। ওই সংকল্পপত্রটি বিদ্যালয়ের নিজের খরচায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করতে হবে বলে জানা গিয়েছে। সংকল্পপত্রটিকে অন্য যে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। ছাত্রদের পরিবারের ভোটদাতাদের এপিক নম্বর ও মোবাইল নম্বর ওই সংকল্পপত্রে চাওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন কেন ওই সংকল্পপত্রে নিজেদের দায়িত্ব নেয়নি এ নিয়ে ভোটকর্মীদের কাছে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

মোদির বিরুদ্ধে প্রিয়াঙ্কা

একের পাতার পর

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রথমে নিমরাজি হলেও শেষপর্যন্ত আর ওমুখো হননি।

কমনওয়েলথ গেমস আর ডি.এল.এফ. কেলেঙ্কারির সঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট বদরার নাম বারবার উঠে এসেছে। প্রায় এটা দিনের আলোর মতো সত্যি প্রতিভাত হয় যে, রবার্ট বদরা গান্ধী-নেহরু পরিবারের নাম ভাঙিয়ে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু সেই সময় সোনিয়াজী টুঁ শব্দও করেননি। এখন প্রিয়াঙ্কার অবস্থা প্রায় না-ঘরকা, না-ঘাটকা'র মতো। দুটো বাচ্চা নিয়ে প্রিয়াঙ্কা এখন রবার্টের চেয়ে মানসিকভাবে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। এটাই হল রূঢ় বাস্তব। সোনিয়াজী নিজেকে সব কিছু থেকে আড়ালে রাখার জন্য দেশ বা দল কোনও স্বার্থই দেখেননি।

সংগঠনের কাজেও তিনি যে পুরোপুরি ব্যর্থ তা প্রমাণ করার জন্য বেশিদূরে যেতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের দিকে চোখ রাখলেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব। ২০০৯ এবং ২০১১ সালে তিনি ও তাঁর দল কোনও শর্ত ছাড়াই অসহায়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এবারেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আঁতাত হওয়ার আশায় তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসকে প্রায় সাইনবোর্ডে পরিণত করেছিলেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, তপন মরণকালে হরিনাম করার মতো অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসালেন।

তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। স্টেজ ফোর। এই অবস্থায় কংগ্রেসকে বাঁচানোর দায়িত্ব স্বয়ং ভগবানও নেবেন না।

তাই সোনিয়া গান্ধীর অদূরদর্শিতার জন্য প্রাচীন এই দল শুধু তাদের কর্মী সমর্থকদেরই নয়, ক্ষতি করেছে সারা দেশের। কারণ, আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সবধর্মের মদত নিয়ে কোনও দল দিল্লির সিংহাসনে বসতে পারবে না।

সরকারি নিষেধাজ্ঞায় কালবৈশাখী বাতিল

একের পাতার পর

এখন জলীয় বাষ্প ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী আনন্দে নাচছে।

মৌসুমী বায়ু দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সম্পদ উৎপাদনের জন্য প্রকৃতি দেবী রাজস্থানে একটা বড় ব্লাস্ট ফার্নেস তৈরি করেছিলেন। প্রায় ৪ কোটি বছর ধরে ওই ব্লাস্ট ফার্নেসটি সগৌরবে ভারতবর্ষকে সুজলা সুফলা বানিয়ে তোলার কাজ করে আসছে। 'সরকার দেশের খাতিরে সংস্থা'- এটা প্রমাণ করতে ওই ব্লাস্ট ফার্নেসটিকে বিশিষ্ট করে নাশকতার কাজ করে চলেছে। গোটা ভারতবর্ষে একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া গেল না যে এর বিরুদ্ধে কথা বলে।

ব্লাস্ট ফার্নেসটির পৌরাণিক নাম দধীচি মুণি। ভৌগলিক নাম থর মরুভূমি। এই মরুভূমি সূর্যদেবের কৃপায় বর্ষিত তাপে যতই তেতে ওঠে ততই জোরালো হয় নিম্নচাপের কেন্দ্র বিন্দু (L)। এই (L)-এর টানে

> মরু চাষের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ হয়েছে জলীয় বাষ্পের আমদানী।

ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে মুঠো মুঠো জলীয় বাষ্প ভারত উপমহাদেশের ভূপ্রান্তে ছুটে আসে। সারাদিন গরমের পর সূর্য অস্তমিত হলে একটা স্থানীয় নিম্ন চাপ সুগঠিত হয়। এর ফলে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয় তার ফলে জলীয় বাষ্পের মধ্যে হুটোপাটি বেঁধে যায়। ছোটনাগপুর এলাকা থেকে ছুটে আসা মেঘের দলের সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম মেঘেদের সংঘাত শুরু হয়। এই লড়াইকে বলা হয় সম্মুখ সমর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মেঘেরা মশাল জ্বালে তাতে তৈরি হয় বজ্র। যুদ্ধের হুঙ্কারে যে দামামা বাজে তাতে বজ্র নিনাদে কেঁপে ওঠে মেদিনী। উত্তর বাতাস নিয়ে আসে ঠাণ্ডার আমেজ। ঠাণ্ডা দক্ষিণে জলীয় বাষ্পকে জমাট বাঁধিয়ে ধরিত্রীতে জল ছিটিয়ে নিমেষে ঠাণ্ডা করে দেয়। মরু চাষের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ হয়েছে জলীয় বাষ্পের আমদানী।

মানুষের দাবিগুলি

একের পাতার পর

এরপর রিবেরিও কমিটি, পদ্মনাভাইয়া কমিটি, সোলি সোরাবজি কমিটি। সকলেই পুলিশের সংস্কার নিয়ে রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। কমিটি বানিয়ে মানুষকে প্রতিশ্রুতির ধোঁকা দেওয়া ছাড়া কিছুই করেনি রাজনীতিকরা। এতেও কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিমকোর্ট। বিভিন্ন রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ২০০৬ সালে সমস্ত রাজ্যকে পুলিশ সংস্কারের জন্য নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। কি করতে হবে তার তালিকাও দিয়ে দেন বিচারপতিরা। কিন্তু সবই দূরঅস্ত। এর পরেও ২০১২ সালের অক্টোবরে সুপ্রিমকোর্ট অবিলম্বে সংস্কার কার্যকর করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেসব উপেক্ষা করে এখনও সেই লজ্জা বয়ে বেড়াচ্ছি আমরা।

পুলিশ দিয়ে গুন্ডামি করতে অভ্যস্ত রাজনীতিকেরা। তাই এ নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করছেন না তাদের প্রচারে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে মানুষের মনে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রচার তাই মানুষের কাছে কয়েকদিনের বিনোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা হলপ করে বলা যায় ক্ষমতায় যেই আসুক মানুষের মৌলিক সমস্যার কোনও সমাধান হবে না, ঘুচবে না গরীব-বড়লোক ফারাক, ঘুষ-দুর্নীতি চলবে, ধর্মের নামে সংরক্ষণ বজায় থাকবে, দেশে ফিরবে না কালো টাকা, শীর্ষ আদালত যতই চেঁচাক পুলিশের অত্যাচারী রূপ বদলাবে না।

এসব বুঝেই নির্বাচন কমিশন চালু করেছে নতুন বোতাম - কাউকেই নয়। এই বোতামে এবার মানুষের ক্ষোভ প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেশের মানুষ নেতাদের ওপর কতটা বীতশ্রদ্ধ তার প্রমাণ দেবে এই বোতাম।

বসু বাড়ির সদস্যরা রাজপথে

একের পাতার পর

একদা তথাকথিত 'শেষ' বিমান যাত্রার সঙ্গী হবিবুর রহমান পর্যন্ত পাকিস্তানে আশ্রয় পাবার পর জানিয়েছিলেন নেতাজীর কোনও বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি। অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার, নেতাজীর 'চিতাভস্ম' নিয়ে নানা আসাড়ে গল্প দিনের পর দিন দেশবাসীর কাছে নানা আঙ্গিকে ফেরি করা হচ্ছে। বসু বাড়ির একাংশের সহযোগিতায়, নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় 'মৃত্যু'কে নিশ্চিত করতে জাপানের রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে কেন্দ্রীয় সরকার একদা লক্ষাধিক অর্থ ব্যয় করেছে। নেতাজী তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশন বিমান দুর্ঘটনার গল্প উড়িয়ে দিয়েছেন। আর খোদ তাইপে সরকার জানিয়েছে, তাদের দেশে ওই সময় কোনও বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো যার দায়িত্বে নেতাজীর মেজদা শরৎচন্দ্র বসু'র পুত্র শিশির কুমার বসু'র স্ত্রী কৃষ্ণা বসু ও পুত্র সুগত বসুরা আছেন, তাঁরা লাগাতার তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 'মৃত্যু' ও 'চিতাভস্ম' এদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য নানা স্তরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই নেতাজীর অন্তর্ধান উন্মোচন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়ে নানা আইনি লড়াই লড়েছেন বহু নেতাজী অনুরাগী মানুষ। কেন্দ্রীয় সরকার আজাদহিন্দ সরকারের সম্পত্তি, আজাদী সেনা হত্যা ইত্যাদি নানা স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রেখে চলেছেন। এমনকী তথাকথিত 'স্ত্রী ও কন্যা' সম্পর্কিত ফাইল প্রকাশে কেন্দ্র আপত্তি তুলে জানিয়েছে যে, প্রতিবেশি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে। ব্রিটেন সহ কয়েকটি রাষ্ট্র নেতাজী ফাইল প্রকাশে ভারত সরকারের অবস্থানকেই সমর্থন জানিয়েছে এবং কোনও ফাইল এখন প্রকাশ করতে তারা রাজি নয়। নেতাজীর অন্যান্য ভাই, ভাইপো, পরিজনরা নেতাজীর ব্যাপারে সত্য প্রকাশের জন্য রাজপথে মিছিল করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন সত্য প্রকাশের দাবিতে। যখন ঐক্যবদ্ধ একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তখন একমাত্র ব্যতিক্রম বসু বাড়ির প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কৃষ্ণা বসু ও তাঁর শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবিদ পুত্র সুগত বসু। তিনি রীতিমতো বিরক্ত 'বাঙালি বিচারপতি' মনোজ মুখার্জি'র ওপর। কেন তিনি ছাইভস্ম ভারতে আনার সুপারিশ করেননি। নেতাজীর ফাইল প্রকাশের ব্যাপারে সুগত বসু মনে করেন বিষয়টি 'তুচ্ছ ব্যাপার'। ইতিহাসবিদ সুগত বসু লোকসভার সাংসদ হবার জন্য মানুষের কাছে ভোট চাইছেন রজনীগন্ধার মালা গলায় দিয়ে। ফুল, পবিত্রতা, সত্য ও সুন্দরের প্রতীক। নেতাজীর বংশের বাকী সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই 'ইতিহাসবিদ' আত্মীয়কে নিয়ে বিস্মিত ও বিড়ম্বিত।

নেতাজী ফাইল প্রকাশে সুগত বসুর অনীহা

3 December 2012

The Hon'ble Chief Minister Mamata Banerjee,
Government of West Bengal,
Writer's Building,
B.B.D Bag,
Kolkata 1.

Subject: Appeal by family members of Netaji Subhas Chandra Bose seeking declassification by the Government of all records related to Netaji

Hon'ble Chief Minister,

After over six decades the country is still mystified by the disappearance of one of its greatest sons Netaji Subhas Chandra Bose. As you are aware, the Justice Mukherjee Commission of Inquiry in 2006 confirmed what the entire country believed in - that the story of Netaji's death in a plane crash in 1945 was a hoax. We remember with appreciation that you have raised your voice many times in this matter. Hence, we request your kind support in demanding that the Central Government declassify all documents/correspondence/records held by it relating to Netaji to help unravel the mystery.

Justice Mukherjee himself complained repeatedly that vital documents held by the Government were not made available to him. Despite all these difficulties he came to the firm conclusions that a) Netaji did not die in the air crash as there was no such accident on the stipulated date b) the ashes held at the Renkoji temple in Japan are not his and c) on the basis of available evidence, it was not possible to decide his whereabouts. Yet this carefully drafted report by a former Justice of the Supreme Court appointed by the Government was not accepted in Parliament after a cursory discussion

The Government continues to hold back a large number of Top Secret or Secret documents whose disclosure could decisively bring an end to the controversy. It is thus imperative in the national interest to release all information related to Netaji. Therefore, we seek your kind intervention to persuade the Central Government to declassify all secret material/files being maintained by various Ministries and Departments of the Government, including the intelligence agencies. We earnestly request you to raise this demand with the Prime Minister on behalf of Netaji's countless admirers all over the world. We are approaching you because we think that it will be most appropriate that this demand for declassification should be made by a fervent admirer of Netaji Subhas, the Chief Minister of West Bengal.

With regards,
Yours sincerely

Prof D.N.Bose

গরমে বেহাল গ্রামীণ অর্থনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: কৃষি ও মৎস্য শিল্পে ওপর নির্ভরশীল দারিদ্র সীমায় থাকা সুন্দরবনের এই অঞ্চল। এবার গরমে হুহু করে জলের স্তর নেমে গিয়েছে। শ্যালো মেশিনে জল উঠতে চাইছে না। খাল-বিল শুকিয়ে গিয়েছে। তার ফলে চাষ ও মাছ শিকার দুই পেশার মানুষেরাই সংকটের মুখে। এই অত্যাধিক গরমে কি করে দীর্ঘ রাস্তা পার করে ভোট দিতে যাবেন চিন্তায় গ্রামবাসীরা।

এজেন্ট চাই
কলকাতায় ও জেলায় জেলায় যাঁরা আলিপুর বার্তার এজেন্ট হতে চান যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।
ফোন করুন এই নাম্বারে ঃ
৯৮৭৪০১৭৭১৬

C M Y K

ধ র্ম

গঙ্গার তীরে সমতট ভূমির আদিতীর্থ কালীঘাট

পীঠমালায় দেখা যায়, কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পড়ে বলে জায়গাটি পীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখানকার কালী ও পীঠ রক্ষক ভৈরব নকুলেশ্বর। সতী স্নেহবশত শিব-লিঙ্গরূপ ধারণ করে কালীঘাটে নকুলেশ্বর নামে বিরাজ করেন এবং ব্রহ্মা এখানে একটি কালীমূর্তি স্থাপন করেন। নিগমকল্পের পীঠমালায় সুদর্শন ছিন্ন সতীঅঙ্গ কতটুকু কালীঘাটে পড়েছে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

যে জায়গাকে এখন কালীঘাট বলা হয়, বিশেষ কোনও প্রাচীন নাম না থাকলেও তা যে পুরাণের 'সমতট' প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল তার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা দক্ষিণ বাংলার রসাতল প্রবেশের বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছেন। তাদের মতে কলকাতা ও তার কাছের জায়গাগুলি ক্রমশ নীচের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এসব জায়গায় প্রাচীন ক্ষেত্রগুলি ওপর দিক থেকে অনেকটাই বসে গিয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, যে জায়গাটি এখন কালীঘাট হিসেবে চিহ্নিত আছে, তার অনেক নীচের জমিতে অনেকদিন আগে মানুষেরা বসবাস করতেন। ক্রমশ রসাতলে চলে যাওয়ায় জায়গাটি মানবশূন্য হয়ে যায় ফলে এই জায়গাটি আবার মানুষের বাসযোগ্য হওয়ার জন্য অনেক সময় লাগে।

মহাভারতে আছে জরাসন্ধের ছেলে সহদেব মগধে রাজত্ব করতেন। পুরাণে সহদেবের পরে অজাতশত্রু পর্যন্ত পঁয়ত্রিশজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। অজাতশত্রুর সময় বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হন। এই সময় উত্তর বাংলায় সিংহবাবু নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে বিজয় সিংহ প্রজাপীড়ন দোষে দূষিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও সভাসদেরা ষড়যন্ত্র করে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। বিজয় সিংহ সাতশজন সঙ্গীকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেন ও সিংহলে গিয়ে সেখানকার রাজা হন। বিজয় সিংহের যাত্রা বর্ণনায় দক্ষিণ বাংলার কোনও জায়গার নামের উল্লেখ নেই। হয়ত সেই সময় কালীঘাট ও তার আশেপাশের জায়গা গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল। হিন্দুধর্মের প্রচারকেরা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাতেন ও সাধারণ মানুষকে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার জন্য প্রচার চালাতেন। বলা হয়, এই সময়ের আগে উপপুরাণ ও তন্ত্র সংকলিত হয়। অন্যদিকে ওইসময় তান্ত্রিক কাপালিকেরা নির্বিবাদে বনের মধ্যে তন্ত্রশক্তির উপাসনা করতেন। তাই উপপুরাণ ও তন্ত্রে যে কালীক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তা এই দক্ষিণ বাংলার কালীঘাটের নামান্তর মাত্র। তন্ত্রের বচনে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, এই সময়ের অনেক আগে এবং বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পরে কালীপীঠের প্রকাশ হয়েছিল।

অনুমান করা যায়, হিন্দু বণিকেরা যখন জলপথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা,বালি প্রভৃতি জায়গায় ব্যবসা করতে যেতেন তখন অনেকেই কালীক্ষেত্রে পুজো দিয়ে যেতেন। মাঝি মাল্লারা কালীক্ষেত্রের তীরে যেখানে নৌকা রাখতেন সেই জায়গাকে কালীদেবীর ঘাট বা 'কালীর ঘাট' বলা হত। ক্রমে সেই জায়গাটি কালীঘাট নামে পরিচিত হয়।

কালীঘাটের কালীমূর্তি আবিষ্কারের প্রসঙ্গে অনেকগুলি কিংবদন্তী আছে। এর অন্যতম হল:

প্রায় তিনশ বছর আগে কালীঘাটের মন্দির তৈরি হয়। সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশের কোনও ব্যক্তি ওই অঞ্চলে বিশেষ সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি, ওই জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দির তৈরি করান ও মা কালীর সেবায় ১৯৪ একর ভূসম্পত্তি দান করেন।

একমতে, চণ্ডীবর নামে এক ব্যক্তি প্রথম মা কালীর সেবার জন্য পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হন। মা কালীর বর্তমান সেবাইত ও অধিকারী হালদারেরা এই চণ্ডীবরের সন্তান।

ডবলু ডবলু হান্টার চণ্ডীবরকে মায়ের প্রথম সেবাইত হিসেবে চিহ্নিত করলেও এ সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। অন্যমতে, খনিয়ান গ্রামের সুরাইমেলের কাশ্যপ গোত্রীয় চণ্ডীবর কালীঘাটের প্রথম সেবাইত ছিলেন না। চণ্ডীবরের ছেলে পৃথ্বীধর তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে আর বাড়ি না ফেরায় ভবানীদাস বাবাকে খুঁজতে কালীঘাটে আসেন। তখন যশোরের কায়স্থ রাজা বসন্ত রায়ের গুরু ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী কালীঘাটে মা কালীর সেবাইত ছিলেন। ভবানীদাস স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ভুবনেশ্বরের অনুরোধে তাঁর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে কালীঘাটে বসবাস করতে থাকেন।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

এরপর আগামী সংখ্যায়

NEEPCO-POWERING NORTH EAST

- Generates more than 60% energy for NE
- Operates the largest hydro and thermal station in NE
- Provides electricity to 7 out on 10 houses in NE
- Employs more than 90% employees from NE
- Provides schooling, healthcare, drinking water, communication, environmental conservation and other community welfare facilities to local people

नीपको NEEPCO

ISO 9001&14001
OHSAS 18001

North Eastern Electric Power Corporation Ltd.

A Mini Ratna Schedule A corparation

(A Government of India Enterprise)

Brookland Compound: Lower New Colony: Shillong

Visit us at www.neepco.gov.in

C M Y K

Alipur Barta: 48 year: Vol No.: 48, Issue No 24., April 5- 11 April, Page-15

হার বা জিত নয়, ধোনী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন

এরপর পনেরো পাতায়

আবার কখনও সাধারণ দলের বিরুদ্ধেও মার্জারে পরিণত হয়। তারই নমুনা দেখা গেল গত কয়েকটি সিরিজে। একমাত্র বিরাট কোহলি ছাড়া কোনও ব্যাটসম্যানকেই বাইরের মাঠে ধারাবাহিকভাবে স্বাচ্ছন্দ দেখা যায়নি। কিন্তু যেমন বাংলাদেশের মাটিতে খেলা পড়েছে প্রতেকেই আবার 'শের'এ পরিণত হয়েছেন। স্পিন সহায়ক ট্র্যাক পেয়ে বিরোধী দলের বিভীষিকায় পরিণত হয়েছেন অমিত মিশ্র।

এই প্রতিবেদন প্রেসে যাওয়া অবধি অনিশ্চিত ভারত ফাইনালে উঠছে কিনা। কিন্তু শুরু থেকে সেমিফাইনাল অবধি দল যে পারফরমেন্স দেখিয়েছে তাকে সার্থকভাবেই অভিনন্দন জানিয়ে অস্ট্রেলিয় অধিনায়ক শেন ওয়াটসন বলেছেন, এখনকার পরিবেশে ভারত সবচেয়ে বিপদজনক টিম। আর ওদের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট ধোনীর অধিনায়কত্ব। এই ফরম্যাটে অধিনায়কত্ব করাটা সবচেয়ে কঠিন। ২০ ওভারের ম্যাচে একটা ছোট ভুল বা ঠিক কিংবা সঠিক সময়ে একেবারে নির্ভুল পদক্ষেপ নিতে না পারলেই ম্যাচ থেকে বেরিয়ে যেতে হতে পারে। সেখানে ধোনীকে দেখে মনে হচ্ছে না কোনওরকম চাপ ওর ওপর আছে।...

একটা কথা ক্রিকেট বিশ্বে সবাই স্বীকার করে চাপ শুষে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ধোনীর রয়েছে। সার্থকভাবেই তাঁর উপাধি 'ক্যাপ্টেন কুল'। চরম বিপদের সময়েও ধৈর্য হারান না তিনি। এটা অবশ্য ধোনীর জন্মগত। প্রথমে যখন ঝাড়খণ্ড টিমের হয়ে জাতীয়স্তরে খেলা শুরু করেন তিনি, তখন তাঁকে বহু সিনিয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজ্য বদলের জন্য। কারণ ঝাড়খণ্ড প্রথম পর্যায়েই প্রতিযোগিতার বাইরে ছিটকে পড়ে। সেখানে ধোনী কীভাবে জাতীয় নির্বাচকের সামনে তাঁর প্রতিভা মেলে ধরবেন। ধোনী কিন্তু সবসময় নির্বিকার মুখে বলতেন, ঝাড়খণ্ড থেকেই তিনি জাতীয় দলে খেলবেন। ক'দিন আগে অস্ট্রেলিয়র বিরুদ্ধে জিতে সাজঘরে ফিরে আসার সময় শেন ওয়ার্নের সঙ্গে দেখা। এরকম দুর্দান্ত জয়ের জন্য ওয়ার্নে তাঁকে অভিনন্দন জানানোর আগেই যেন কিছুই হয়নি সেরকম মুখে ধোনী তাঁর সঙ্গে গাড়ি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলেন। অথচ এতটা চাপ ক্রিকেট ইতিহাসে ক'জন অধিনায়ককে সহ্য করতে হয়েছে তা রীতিমতো গবেষণার ব্যাপার। মাত্র ১০ মাস আগে ইংল্যাণ্ডে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঠিক আগে আইপিএলে স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারি দেশের ক্রিকেট মহলকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছিল তখন প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে বিশ্বসেরার মুকুট তুলে নেন। এর সঙ্গে আরও একটা কথা স্বীকার করতেই হচ্ছে তা হল খেলাটি কিন্তু উপমহাদেশে ছিল না। ছিল ইংল্যাণ্ডের খামখেয়ালী আবহাওয়ায় স্যুইং ভরা পিচে। এই মুহূর্তে যখন শ্রীনিবাস বিতর্ক নিয়ে আসমুদ্র হিমাচল শুধু নয়, গোটা ক্রিকেট বিশ্বই উত্তাল, এমনকী গত আইপিএলে গড়াপেটা নিয়ে বোর্ড তদন্তের সময় তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষীর অভিযোগ উঠেছে, তখনও তিনি 'সুপারকুল'। অপ্রতিরোধ্য বুলডোজারের মতোই এগিয়ে চলেছে ভারতীয় দল। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজের দাড়ির রং সাদা হয়ে যাওয়া নিয়ে রসিকতা করছেন নির্বিকার মনে। ক্রিকেট নিয়ে কথা উঠলে বড় জোর বলছেন, টিম এখন নকআউট পর্যায়ে, ধারাবাহিকতা ধরে রাখাটাই হবে কাপ জয়ের চাবি কাঠি। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলতে হয়, সৌরভ গাঙ্গুলী ভারতীয় দলে যে প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন তা একনিষ্ঠভাবে বজায় রেখেছেন ধোনী এত বছর ধরে। সেটি হল নতুন ও পুরনো সমস্ত টিমমেটের সবসময় পাশে থাকা এবং প্রত্যেকের দুঃসময় তাঁকে বাইরের ঝড়ঝাপট থেকে আড়াল করা। কয়েকদিন আগেই যুবরাজের ফর্ম নিয়ে আমরা তীব্র সমালোচনায় মেতে উঠেছিলাম, ধোনী কিন্তু তখনও নির্বিকারভাবে বলে গিয়েছেন আসল দিনে যুবরাজ দলকে টানবেন। অধিনায়কের এই আশ্বাসকে অবশেষে মর্যাদা দিয়েছেন যুবরাজ।

একটা সময় শুধু ভারতের ক্রিকেট নয় সমাজের নানান দুর্নীতি নিয়ে কোনও ভারতীয় যখন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তেন তখন ভারতীয় জনগণ নিঃস্কলঙ্ক শচীন তেন্ডুলকরের ২২ গজের লড়াই দেখে, জীবনযুদ্ধে লড়াইয়ের রসদ পেতেন। আজকে মহেন্দ্র সিং ধোনীকে সেই আইকনের জায়গায় বসানো যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে অনেকে বলবেন, ধোনী তো অনেক বিতর্কের সঙ্গে জড়িত। একটা কথা ঠিক, শ্রীনিবাসনের প্রিয় পাত্র এবং ইন্ডিয়া সিমেন্টসের পদাধিকারী হলেও মাঠে কোনওরকম অসততার অভিযোগ ধোনির বিরুদ্ধে কেউ কখনও আনতে পারেননি। শ্রীনিবাসন বিতর্কে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ বুজে থাকা কিংবা মৈয়াপ্পন সম্পর্কে মিথ্যে সাক্ষীর কলঙ্ক ধোনীকে স্পর্শ করলেও একটা ব্যাপার কিন্তু ধোনীর কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষণীয় তা হল, যে কোনও বিপদে-সংকট মুহূর্তে নিজেকে অবিচল রাখা এবং সর্বক্ষণ সহকর্মীদের পাশে থাকা। একটা কথা ঠিক, ধোনী কখনই শচীন, দ্রাবিড় বা কোহলির মতো ধ্রুপদী প্রতিভার অধিকারী নন। উইকেট রক্ষক হিসেবেও তিনি খুব বড় মাপের তাও কেউ বলবেন না। তাঁর একমাত্র অস্ত্র হল যে কোনও বোলিং-কে যে কোনও মুহূর্তে পিটিয়ে দুরমুস করার আগ্রাসী ক্ষমতা। তাঁর মধ্যে কোনও শৈল্পিক ছোঁয়া থাকে না। তবু এই দানবীয় আক্রমণে ভারতীয় দলকে বহু জয় উপহার দিয়েছেন। দিনের শেষে ধোনীকে একটা কারণে সকলে মনে রাখবেন তা হল, যে কোনও চাপ শুষে নিয়ে নিজেকে লড়াইয়ে উপযোগী করে রাখা। জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে তাঁর এই গুণটুকু যদি আমরা অনুসরণ করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক সংকট মুহূর্তেই নিজের পরিত্রাতা আমরা নিজেরাই হয়ে উঠতে পারব।

দায়িত্বে না থাকাতেই সমস্যায় কোলাসো

ষোলো পাতার পর

পারে তাহলে সেক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল বাড়তি সুবিধা পাবে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আদৌও কি লিগ জেতা সম্ভব কি না সে প্রসঙ্গে তিনবার আইলিগ জেতা কোচ সুভাষ ভৌমিকের মত হল 'এখন আর লিগ নয় বাকী পাঁচ ম্যাচ নক আউট ভেবে খেলা উচিত। প্রতিটি ম্যাচের আগে এই ভেবে নামতে হবে যে হারলে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়। শীর্ষে থাকা দল কি করছে তা ভাবার দরকার নেই।' আইলিগের শুরুটা তারা ভাল করলেও মাঝে তাদের পারফরমেন্স খুবই খারাপ হয়ে যায়। দলের মধ্যে আঘাতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এমনকী নিজেদের মধ্যে একটা অর্ন্তদ্বন্দ্ব পর্যন্ত দেখা দেয়। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে টিমটার কাছে লিগ জয়ের হাতছানি এসেছে। সেই প্রসঙ্গে প্রাক্তন গোলকিপার শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, 'ম্যারাথন আইলিগে ইস্টবেঙ্গলের সামনে আইলিগ জয়ের একটা সুযোগ এসেছে। দলগতভাবে এবারের দলটি যথেষ্ট ভাল দল ছিল। মরশুমের শুরুতে একটু বাড়তি আত্মবিশ্বাসই দলটিকে একটু সমস্যায় ফেলে দেয়। তার সঙ্গে একসঙ্গে প্রধান কয়েকজন প্লেয়ারের চোট বিরাট সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। পাশাপাশি কোলাসের কিছু মন্তব্যে খেলোয়াড়দের মনে অশান্তির দানা বাধে। যার প্রভাব খেলায় পড়েছে। এই মুহূর্তে একটা সুযোগ এসেছে। বাকী পাঁচটি ম্যাচ তাদের জিততেই হবে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল তার মধ্যে তিনটি ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলতে হবে। অন্য দলের ফল দেখার দরকার নেই। নিজেদের সেরা খেলাটাই দিতে হবে। দলের কোচ কোলাসোর পাঁচ বার আইলিগ জেতার অভিজ্ঞতা আছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে দল চালোনা করতে হয় সেটা তিনি ভালই জানেন। তবে কলকাতার আর গোয়ার দলগুলিকে চালোনোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এখানে কোচকে সবসময় চ্যাম্পিয়ন হবোর লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হয়। ফলে একটা চাপ সবসময় থাকে, কোলাসোর ক্ষেত্রেও আছে। একটা-দুটো ম্যাচ হারলেই কোচের সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। মিডিয়ার প্রেসার অত্যাধিক বেশি। তবে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ দেব। তাঁরা কোচের প্রতি আস্থা রেখেছেন, কোনও প্রকার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসতে দিচ্ছেন না। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত কিছু সামলে চলছে। ইস্টবেঙ্গলের ধারাবাহিকতা না থাকার অন্য আর একটি কারণ হল, অল্প ব্যবধানে প্রচুর ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। এর ফলে রিকভারি টাইমটা ঠিকমতো পাচ্ছে না। ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছে। যা তাদের পারফরমেন্সের ওপর পড়ছে। এই সবকিছুই বর্তমান খেলার অঙ্গ। তাঁকে যারা যত ভালভাবে জয় করতে পারবে তারাই সফল হবে। ইস্টবেঙ্গলের সামনে যে সুযোগটা এসেছে তাঁকে জিততে গেলে এইসব কিছুকে অতিক্রম করে যেতে হবে। কাজটা কঠিন হলেও সম্ভব।'

ইস্টবেঙ্গল আইলিগ কি এবার পাবে এই প্রসঙ্গে অতীতের আর এক বিখ্যাত ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য মনে করছেন, ইস্টবেঙ্গল দলটার ধারাবাহিকতা এবার নিম্নমুখী। একটানা দুটি ম্যাচ তারা পর পর জিততে পারেনি। তাই পাঁচটা ম্যাচ জিতবেই একথা বলতে পারবো না। তবে দলটার সেই ক্ষমতা আছে। দলের অভিজ্ঞ কোচ কোলাসো আছেন। তিনি জানেন এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে কীভাবে বার করতে হয়।

ডেম্পোকে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন করেছেন। তার মধ্যে বেশ কয়েকবার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে করতে হয়েছে। তাঁর হাত দিয়ে প্রচুর ভাল খেলোয়াড় উঠে এসেছে। তাঁকে সময় দেওয়া দরকার। অনর্থক তাঁর সমালোচনা করার মানে হয় না। অনেকের মুখে শুনতে পাচ্ছি ক্লাবে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব কাজ করছে। আমার মনে হয় না সেইরকম কিছু আছে। থাকলেও ক্লাব কর্মকর্তারা তা প্রকাশ্যে আসতে দিচ্ছেন না। এটাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বৈশিষ্ট্য।

আসলে মরশুমের শুরু থেকে যে সুতোয় দলটা বাঁধা উচিত ছিল সেটাই ঠিকমতো হয়নি। ফলে তার একটা প্রভাব খেলার মধ্যে পড়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়রা তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে এবং বাকী পাঁচটি ম্যাচ জেতার মতো খেলবে। তাহলে হয়ত ১০ বছর পর আবার আইলিগ কলকাতায় আসতেও পারে।'

অন্বেষণের অবগাহন

সুমিতা দাস মজুমদার

ধরা যাক নদী - গড়িয়ে যাওয়া সময়!

দৃপ্ত ঘোড়সওয়ার - উদ্দাম যৌবন আর কামনা-মদির মিলন-স্বপ্নের দ্যোতক। একজন নারী, ছন্দে-মিলে যে কবিতা লেখে, রূপকল্পে যে রচনা করে চলে কাব্যের বুনিয়াদ - সে-ই পারে 'মায়াময়মিদমখিলংসর্বম' অতএব ইচ্ছেসুতোয় টানের জিগির তুলে নদীর কলস্বরে ঘরে ফেরার গান শুনতে এবং শোনাতে! নারীর ইচ্ছাসুখে কালাতিপাতের বরাভয় মুদ্রা এখানে কিংবা অন্যত্র কোথাও কি সুলভে মেলে? নয় সুনিশ্চিত! আর তাই, 'ইছামতীর জলে' 'ইচ্ছেটুকরো' গড়িয়ে যাওয়ার স্বঘোষিত দীর্ঘশ্বাস, এহো বাহ্য, যাবতীয় উদ্দামতা, উদ্দীপনা, উন্মাদনাকে সমূলে উচ্ছেদের ইঙ্গিত! এই নির্মম অথচ করুণ সংকেত এখানে, এইভাবে - 'অশ্বমেধের/ঘোড়ার ওপর/সওয়ার ছিল/ঘোড়সওয়ার।' তা সত্ত্বেও, 'ক্ষীণতর হ্রেষা' বীণা হয়ে বুকের মধ্যে বাজে, বাজতেই থাকে - সেখানে অহর্নিশ একজন ঘোড়সওয়ারের অন্বেষণ!

বই আলোচনা

আরেকটি রূপকল্প - 'আলো সৈনিক'। ইচ্ছেনদী'র দ্বিতীয় পর্যায়। প্রেম এবং শক্তি - এ দু'য়ের সম্মিলন 'আলোসৈনিক'। 'তোমার জন্য/রাজি ছিলাম/ঝর্ণা হয়ে ঝরতে/আলোসৈনিক/যদি কেবা/মনটি আমার গড়তে...'।

কিন্তু সময় গড়ায়। আলোসৈনিকের জন্য পথ চাওয়া, দীর্ঘশ্বাস সর্বই নিষ্ফল হয়ে ফেরে। এ-ও কি প্রঞ্চনার উপলব্ধিজাত এক ধরনের বিষণ্নতা? তাই কি করুণ, মর্মান্তিক বেদনায় ভর দিয়ে জ্বলে-পুড়ে খাঁক হয়ে যায় এই উচ্চারণ - 'খেলাই তো ছিল.../আগুনটা তাও সত্যি,/সময় গড়ালো/এখনও সে আঁচ/কমেনি তো এক রত্তি।' অপ্রাপ্তি-জনিত হাহাকার থেকে হতাশা জাগে, চরম গভীর হতাশা: 'সর্বনাশের/আর কি আছে বাকি/দু'হাতে তাই/সর্বনাশই মাখি।' সর্বনাশ নয় তো কী? এখানে কোনও প্রেম নেই। প্রেমিকা আছে, হয়ত প্রেমিকও আছে, অথচ প্রেম নেই। প্রেমের প্রতীক জ্যোৎস্না নদীর ধারার একাকিনী প্রেমিকারা গাহন সারে! 'রূপকথা রাত একাকিনী খেলা করে।' এ পরবাসে রবে কে?

ইচ্ছে নদী। বিবি বসু। যোগমায়া প্রকাশনী, ২০১৪ ।মূল্য ৫০ টাকা।

Alipur Barta: 48 year : Vol No.: 48, Issue No. 24, April 5-11 April, 2014, Page-16
REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

হার বা জিত নয়, ধোনী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর সর্বক্ষণ লড়াইয়ে টিকে থাকার ক্ষমতার জন্যই

সঞ্জয় সরকার

একবার ভারত-অস্ট্রেলিয়া খেলা চলছে কলকাতায় ইডেনের মাঠে। অপরদিকে একইসঙ্গে কলকাতা তাজ হোটেলে চলছে বোর্ড সভাপতি নির্বাচন। বোর্ড কর্মকর্তাদের নির্বাচন নিয়ে যা হৈহুল্লোড়, মিডিয়ার তাড়না, হোটেলে মাসলম্যানদের আনাগোনা, তা দেখে অস্ট্রেলিয় সাংবাদিকেরা ও খেলোয়াড়েরা হতভম্ব। তাঁদের দেশেও বোর্ড নির্বাচন হয় কিন্তু কবে-কখন হচ্ছে, কে ক্ষমতায় আসছেন তা নিয়ে খেলোয়াড়দের মাথা ব্যথা থাকে না। মিডিয়ায় ছোট করে খবর হয় মাত্র। কিন্তু আমাদের দেশে চিরকালই বোর্ড পলিটিক্স নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। কখনও কখনও তা খেলাকেও ছাপিয়ে যায়। এই মুহূর্তে যেমন হচ্ছে শ্রীনিবাসন আদালতে নানান ঝামেলা এবং দেশসুদ্ধ অজস্র লোকের ছি ছিককার সত্ত্বেও নির্বিকার হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। অপরদিকে কিছুদিন আগেই বিদেশের মাঠে একের পর এক হার নিয়ে ভারতে হইহই রব উঠে গিয়েছিল। আবার বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একের পর এক জয় পেতেই ধোনী বাহিনীর বন্দনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় দলের কোচ ফ্লেচারকে কেন সরানো হবে না, তা নিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটার ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বাজার সরগরম করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে পাশার দান আবার উল্টে গিয়েছে। রবি শাস্ত্রী কলার উঁচু করে বলছেন, ফ্লেচারকে এখন ভাল না খারাপ কি বলবেন? যেসব প্রাক্তনেরা ফ্লেচারের বিরুদ্ধে এতদিন বিষোদ্গার করছিলেন তাদের উদ্দেশে শাস্ত্রীর ব্যঙ্গ, যারা বদল চাইছে তাদের ওর পদটা নিতে বলুন। তাঁর বক্তব্য গাভাসকার ব্যাটিং কোচ আর কপিল বোলিং কোচ হোক। সৌরভ টিম ম্যানেজার থাকুক। তাহলে ফ্লেচারকে সরানোর কথা বলা যেতে পারে। মনে পড়ে এই শাস্ত্রীই আজ থেকে ২০ বছর আগে ভারতীয় দলে সৌরভের নাম উঠলে, হাহা করে হেসে বলতেন, কলকাত্তা কা রসগুল্লা। সেখান থেকে শিক্ষা পেয়ে শাস্ত্রী ইদানীং হয়ত অনেকটাই সাবধানী হয়েছেন।

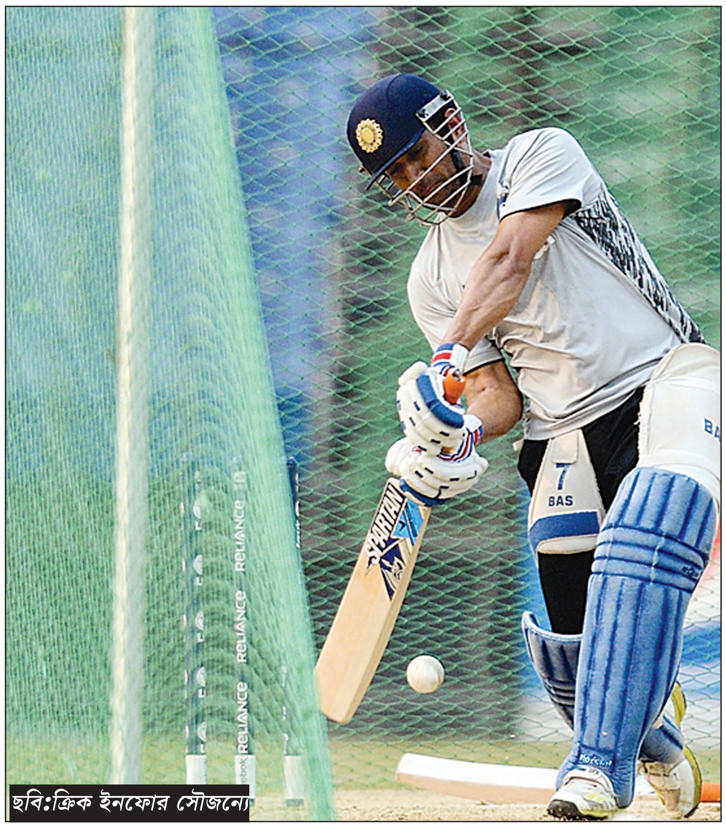
ছবি:ক্রিক ইনফোর সৌজন্যে

আসলে একটা জিনিস কখনই অস্বীকার করা যাবে না, তা হল ক্রিকেটে গত ২৫ বছরে ধীরে ধীরে আপাদমস্তক পরিবর্তন হয়েছে। ৫০ ওভারের যুগ পেরিয়ে ক্রিকেট এখন টি-টোয়েন্টির যুগে। খেলার রীতি, খেলোয়াড়দের ধরন-ধারন, ক্রিকেট সরঞ্জামে আমূল বদল এসেছে। ক্রিকেট এখন সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তি নির্ভর। যেসব স্ট্রোক এখন ক্রিকেটাররা হরদম নিয়ে থাকেন, ৭০ দশকে সেই সব স্ট্রোক কেউ খেললে সেই ক্রিকেটারকে কোচেরা মাঠ থেকে নির্বাসন দিয়ে দিতেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটেনি, তা হল উপমহাদেশের মাঠে ভারত সবসময় ‘শের’, কিন্তু বিদেশের মাঠে ভারতীয় দলের কোনও ধারাবাহিকতা নেই। সেখানে কখনও তারা দারুণভাবে জেতে

এরপর পনেরো পাতায়

মরশুমের শুরু থেকে দায়িত্বে না থাকাতেই সমস্যায় কোলাসো

অভিমন্যু দাস

আবারও এবারের আইলিগ জমে উঠেছে। গত রবিবার ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে স্পোর্টিং ক্লাব অফ গোয়াকে হারানোর ফলে তাঁদের সামনে আবার ফিরে এসেছে লিগ জয়ের গন্ধ। সাত নম্বর থেকে এক ঝটকায় তারা চার নম্বরে চলে এসেছে। ফেডারেশনের ফ্র্যাঞ্চাইজি টিম বেঙ্গালুরু প্রথম বছরই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে সবার আগে। কিন্তু এখন তিনটি ম্যাচ বাকী। প্রতিটি ম্যাচই বাইরে খেলতে হবে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গলকে বাকী পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলতে হবে। বাকী দুটি ম্যাচ বাইরে। ইস্টবেঙ্গল যদি বাকী সবকটি ম্যাচ জেতে এবং বেঙ্গালুরু যদি পয়েন্ট নষ্ট করে, সেক্ষেত্রে দুটি দলের যদি পয়েন্ট সমান হয় তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল এবারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। কারণ বেঙ্গালুরু কিন্তু

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে দুটি ম্যাচেই হেরে গিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই সুযোগটা কি ইস্টবেঙ্গল নিতে পারবে? দল হিসেবে এবার তারা সেরা দল। কিন্তু এবারের আইলিগের রেকর্ড কিন্তু অন্য কথা বলছে। তারা একসঙ্গে দুটি ম্যাচ এবার পর পর জিততে পারেনি। এবার ইস্টবেঙ্গলের খেলার মধ্যে বারবার ধারাবাহিকতার অভাব চোখে পড়েছে। সেই নিরীখে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে কি আদৌও সব ম্যাচ জেতা সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল দলের পাঁচ বার আইলিগ জয়ী কোচ আর্মান্দো কোলাসোর মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, ‘আমি ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাই। লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া বা পাঁচ ম্যাচে জেতার কথা এখন থেকেই ভাবছি না। শনিবার ঘরের মাঠে মহামেডান ম্যাচ। ছেলেদের বলেছি চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিতে। তারা মনের আনন্দে খেলুক। ফলের চিন্তা করার দায়িত্ব আমার।’

আসলে মরশুমের শুরু থেকে যে সুতোয় দলটা বাঁধা উচিত ছিল সেটাই ঠিকমতো হয়নি।

ইস্টবেঙ্গলকে এখন শুধু নিজেদের জয় দেখলেই চলবে না। তাঁদেরকে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে মোহনবাগানের ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হচ্ছে। কারণ, যদি মোহনবাগান বেঙ্গালুরুকে হারাতে

এরপর পনেরো পাতায়

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।